বেধেছে সংঘাত

(সামাজিক নাটক)

অধ্যাপক অরুণ চক্রবর্তী এম, এ; বি, এল

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানি
কলিকাতা

প্রকাশক—দিলীপকুমার বোস
শ্রী পাবলিশিং কোম্পানি
২০৩।৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বেধেছে সংঘাত

প্রথম মুদ্রণ * * * ভাদ্র ১৩৫৫

দাম—দেড় টাকা

৩৫, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড ট্রেডার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে (ম্যাগনেট প্রেস) শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

স্নেহের গীতুকে

"অরুণদা"

চরিত্র

পুরুষ

১। প্রফেসার সেন—নিজ ল্যাবরেটারীতে ব্যাক্‌টিওলজি'র রিসার্চ করেন
২। সতীশ বসু—বৃদ্ধ ও অন্ধ—প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক
৩। অবনী চৌধুরী—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালোবাজার-স্ফীত রাজনৈতিক
৪। অলক—প্রঃ সেনের ছাত্র ও অবনী চৌধুরীর পুত্র
৫। সন্তোষ—সূর্যকান্তের সহচর
৬। সূর্যকান্ত—রক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা
৭। মিঃ ঘোষ } —পুলিস কর্মচারীদ্বয়
৮। মিঃ রায় }
৯। *তপতী কুমার—চিত্র-পরিচালক
১০। ভজুয়া—প্রঃ সেনের মোটর ড্রাইভার
১১। বেয়ারা
১২। রক্তসংঘের পরিচারক
১৩। কনষ্টেবলগণ

স্ত্রী

১। লতিকা—প্রঃ সেনের ছাত্রী ও সতীশ বসুর পৌত্রী
২। মণিকা—অলকের ভগিনী ও লতিকার বান্ধবী
৩। সবিতা দেবী—লতিকার মাতা
৪। *স্বপ্নারাণী—প্রসিদ্ধ নৃত্যকুশলা চিত্রাভিনেত্রী

* তারকা চিহ্নিত চরিত্র দুটি এমেচার ক্লাব কর্তৃক অভিনয় কালে বাদ দেওয়া যাইবে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রফেসর কুমুদশঙ্কর সেনের ল্যাবরেটারীর সাম্‌নের ঘর। ব্যাকটিরিওলজির রিসার্চ করিবার যন্ত্রপাতি। সামনে একটি জান্‌লা সার্সিবন্ধ। ল্যাবরেটারীর যন্ত্রপাতী দেখা যায়, একটী ছোট টেবিল ও তাহার দুইদিকে দুইটী কুশন চেয়ার; উপরে একটী কলিংবেল। এক পার্শ্বে একটী আরাম কেদারা এবং দুইদিকে দুইটী দরজা তাহাতে ভারী ভেলভেটের পর্দ্দা ঝুলিতেছে। সাম্‌নে দুই দরজার মধ্যে জান্‌লার উপরে আচার্য্য জগদীশ বসুর প্রতিকৃতি—

সবে সন্ধ্যা—দেওয়ালে একটী সুন্দর আলো জ্বলিতেছে। লতিকা বসু রিসার্চ্চ টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন; অলক চৌধুরী চেয়ারে বসিয়া একটী টেষ্টটিউব পরীক্ষা করিতেছেন। দূরে একটী খাঁচায় ৪টী খরগোস। অলক চৌধুরী সুশ্রী, সুগঠিত; পরণে ধুতী ও সার্ট, মাথার চুলে বেশ পরিপাট্য, গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে সোণার চশমা। লতিকা বসু—তরুণী, সুমধ্যম তনু, সর্ব্বঅঙ্গে আভিজাত্যের চিহ্ন,—পরণে খদ্দরের শাড়ী, ব্লাউজ—পায়ে চটি (সাদাসিদা)—চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি ও দৃঢ়তার ছাপ।

(বেয়ারার দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ)

অলক—এস মিস্ বাসু।

লতিকা—এই যাই; উঃ সারাটা দিন চেষ্টা করছি, কিন্তু কি উপায়ে প্রফেসর সেন যে এটা তৈরী করলেন তা বুঝতে পারছি না।

অলক—Wonder ! universityর গর্ব M. Sc. first class first মিস্ লতিকা বোসের মুখে "না"। এস, এস, চা টা জুড়িয়ে গেল।

লতিকা—(কাজ করিতে করিতে) হ্যাঁ যাই, (কাজে ব্যস্ত)।

অলক—please. please. please. এইবার থাম—তা নাহলে বেয়ারাকে আবার ডাক্‌তে হবে।

লতিকা—না না…(আসিয়া চেয়ারে বসিলেন) আচ্ছা প্রফেসর সেনকে একবার ডাক্‌লে হয় না।

অলক—ওরে বাবা !

লতিকা—তিনি ত সেই দুপুর ১২টায় তাঁর ঘরে ঢুকেছেন (চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া) আচ্ছা মানুষ কিন্তু ; ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—খালি কাজ আর কাজ। সত্যি সেকালের ঋষিদের সাধনার কথা শুনতুম। এই বোধহয় সেই সাধনা।

অলক—ভাল কথা—বিপ্লবী বীর সূর্য্যকান্ত সেনের নাম শুনেছ ?

লতিকা—হ্যাঁ।

অলক—তিনি এসেছেন এই বাংলা দেশে।

লতিকা—সে কি—শুনেছিলাম তিনি নাকি পাঞ্জাবে ছিলেন।

অলক—হ্যাঁ ; সীমান্তে, ওয়াজিরিস্থানে, আর পাঞ্জাবে দল গঠন করে তিনি এসেছেন বাংলা দেশে।

লতিকা—কে বল্লে আপনাকে ?

অলক—সমস্ত খবর পেয়েছি…আমি রক্ত-সংঘের সভ্য হব।

লতিকা—রক্ত-সংঘ …‥

অলক—হ্যাঁ। বিপ্লবী সূর্য্যকান্ত সেনের প্রতিষ্ঠিত সংঘ ; ইনি কংগ্রেসের উদার দুর্বল আত্মঘাতী তোষণ নীতিকে স্বীকার করেন না।

লতিকা—সে কি ? তবে ইনি নিশ্চয়ই প্রচুর সাড়া পাবেন বাংলা দেশ থেকে।

অলক—হয়ত নয়। বাংলার নেতৃবৃন্দ বাংলার বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করে শুধু হাইকমাণ্ডের নির্দ্দেশ আর অনুগ্রহের দিকে চেয়ে বসে আছেন।

লতিকা—কিন্তু অত্যাচারিত জনগণ এ নীতি, এ পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করে না। আমায় সভ্য করে নেবেন?

অলক—তুমি যোগ দেবে?

লতিকা—ভিক্ষায় স্বাধীনতা আসে না···আমি স্বীকার করি না···

অলক—কিন্তু তুমি······

লতিকা—দেশকে ভালবেসেছিলেন তাই আমার বাবা আত্মবিনাশ করেছিলেন গুলির আঘাতে—আর আমি পারব না···

অলক—যদি বাধা না থাকে আমি তোমায় সভ্য করে দেব।

লতিকা—আচ্ছা, প্রফেসর সেন এখনও কি করছেন বলুন ত!

অলক—মাঝখানে একবার বেরিয়েছিলেন। আমাকে দেখে বললেন—একটা টিকৃটিকি দিতে পার—দেখি দেওয়ালে একটা ঘুরছে, তাকে তাড়া করলুম, ব্যাটাত আর দধিচী মুনির গল্প জানে না—পালিয়ে গেল।

লতিকা—(দাঁড়াইয়া) তাহলে উনি এখনও ল্যাবরেটারীতে—?

অলক—তুমি এখন বাড়ী যাবে ত? যদি যাও ত চলনা আমার গাড়ীতে।

লতিকা—না না আমার আর একটু দেরী হবে। আমি ঐ নতুন Chemical Compound টা নিয়ে আর একটু···

অলক—কিন্তু আমার আর ভাল লাগছে না।

লতিকা—বেশ ত! যান না, আমি না হয় একটু পরেই যাব।

অলক—আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। ভাল কথা, কাল আসছ ত?

লতিকা—হ্যাঁ। আপনি আসবেন না?

অলক—নিশ্চয়ই—আচ্ছা···

[প্রস্থান।

লতিকা—সত্যি এর নাম সাধনা। দেশের মঙ্গলের জন্যে এই আপ্রাণ চেষ্টা, এরাই বুঝি সত্যিকার মানুষ।

(অলকের পুনঃ প্রবেশ)

কে···স্যার— (ফিরিয়া তাকাইল) ওঃ আপনি, আমি মনে করেছিলাম···

অলক—তুমি ভুল মনে করেছিলে মিস্ বাসু। আমি অলক।

লতিকা—আবার ফিরলেন যে ?

অলক—মণিকা বলেছিল—আজ আটটার সময় সে তোমাদের ওখানে আস্‌ছে, তুমি থাকবে ত ?

লতিকা—মনিকা আসবে ? আটটার সময় ? আচ্ছা তাকে আসতে বলবেন, আমি নিশ্চয়ই থাকব।

অলক—আচ্ছা

[অলকের প্রস্থান ও লতিকার স্বস্থানে গমন]

(লতিকা একমনে কাজ করিতেছে। প্রফেসর সেন এঘরে ঢুকিতেছেন—
কাঁচের জানালায় তাঁর ছায়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে জুতার শব্দ,
লতিকা মুখ তুলিল না—প্রফেসর সেন ধীরে প্রবেশ করিলেন—
তরুণ যুবক ৩৪।৩৫ বৎসর বয়স ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ—
চোখে সোণার চশমা—মুখে হাসি, সৌম্য প্রশান্ত
ভাব, তবু কপালে যেন একটু কুঞ্চন—কিসের
চিন্তায় যেন প্রশান্ত মুখে একটু
কালো ছায়া।

সেন—কাজ ! কাজ ! কাজ ! দীর্ঘ দিন বিদেশে, পথে প্রান্তরে, নগরে, গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। হ্যাঁ—সংসারের মাঝে বড় অসহায় জীব এই মানুষ, কিন্তু বড় সর্বনাশা। সাপের চেয়ে খল, কীটের চেয়ে অসহায়, শয়তানের অনুচর, কিন্তু বড় দুর্বল !

বড় অসহায়! কত ব্যধি কত যন্ত্রণা, না না না, প্রতিকার চাই। হ্যাঁ কাজ! কাজ করতেই হবে।

লতিকা—(কথার মাঝে মুখ তুলিয়া দেখিতেছে)—স্যার!

সেন—কে বাসু? তুমি এখনও যাও নি?

লতিকা—আজ্ঞে না স্যার—ঐ নতুন তৈরি compoundটা দেখছিলুম

সেন—কিছু বুঝতে পেরেছ?

লতিকা—প্রথমটা পারিনি······কিন্তু মনে হচ্ছে একটু যেন পারছি···

সেন—পারছ? (একটু পরে) হ্যাঁ তুমি পারবে, শোন-ঐ যে তাকিয়ে দেখ (ছবি—গরু, গাই দোওয়া মা-ছেলে) ঐ বাংলা দেশ, দূর থেকে দেখ একটা উদার কোমল-ছবি, এদের মঙ্গলের জন্য মনে একটা আকাঙ্খা আসবে।

লতিকা—কিন্তু স্যার······

সেন—চুপ, চুপ, কথা বলো না। আমি জানি ঐ শান্তির মাঝে অনেক অপমান, অনেক ব্যথা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অশিক্ষা, অভাব, জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে।

লতিকা—আপনার চা আন্‌তে বল্‌ব?

[প্রস্থান]

সেন—বল, কেমন যেন একটা ক্লান্তি আস্‌ছে।

লতিকা—(প্রবেশ) আজ সারাদিন আপনি ল্যাবরেটরীতে···দাদু কাল আপনার কথা বল্‌ছিলেন, উনিত অন্ধ, তাই এখানে আসতে অসুবিধা হয়, কিন্তু আপনার অনেক কাজ, তাই আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান্ না।

সেন—না না, সে কি কথা—আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব, চল আজই যাই, না না—আজ'ত' হবে না······জান, ম্যালেরিয়া বাংলার শত্রু। ঐ ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হলে কি যে করা প্রয়োজন···

লতিকা—কেন কুইনাইন…… …

সেন—না না, উপায় অনেক আছে জানি, কিন্তু কেনোটাই সম্ভব হয়ে ওঠে না শুধু শিক্ষার অভাবে আর অভাবের তাড়নায়—তাই ভাবছি……(গালে হাত)

লতিকা—আজকের কাগজে দেখেছেন, বড় বড় নেতারা সব একে একে জেলে যাচ্ছেন। এদিকে বিপ্লব আন্দোলন বেড়ে উঠেছে।

সেন—কেন ?

লতিকা—আপনি জানেন না, দেশের স্বাধীনতা—

সেন—চুপ, চুপ, ও কথা বলো না, বাইরের দিকে তাকিও না, ওতে মন ভারী হয়ে যায়. কোথায় অত্যাচার কোথায় অনাচার তা দূর করার অনেক লাঞ্ছনা। তুমি বৈজ্ঞানিক, তোমার মন যদি ঐ লাঞ্ছনার ভূষণে ভূষিত হয়ে দেশের সামনে প্রকটিত হতে চায়, তুমি তা হতে দিও না ; তুমি যে বৈজ্ঞানিক।

লতিকা—তবে কি বৈজ্ঞানিক দেশের জন্য কারাবরণ করবে না ?

সেন—না না, কারাবরণ করায় কোন সার্থকতা নেই। সস্তার বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্টের কতকগুলো অতি উৎসাহী ভৃত্যের দৃষ্টি আকর্ষণে কোন লাভ নেই।

লতিকা—তবে………

সেন—তুমি Bactriologist. তুমি শুধু ভাব, অসহায় রোগগ্রস্থ মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাধির বেদনায়, যন্ত্রণায়, তার সারা দেহ কুঁকড়ে গেছে। তার ধমণীর রক্ত পলে পলে শুকিয়ে যাচ্ছে ; তাদের উদ্ধার করতেই হবে, তাদের বাঁচাতেই হবে।

(চা লইয়া বেয়ারার প্রবেশ)

লতিকা—আজ আমি এখন যাব স্যার ?

সেন--এখনই ?

লতিকা—আজ্ঞে হ্যাঁ। পথে বড় গোলমাল, চারিদিকে উত্তেজিত জনতা দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে পুলিশ গুলি চালাচ্ছে আর তাছাড়া·········

সেন—ওঃ এত কাণ্ড হচ্ছে—তাহলে তুমি চলে যাও······না না ভজুয়া!

লতিকা—ভজুয়া কি করবে ?

সেন—গাড়ীটা বার করুক, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

লতিকা—না না, ব্যস্ত হবেন না, অত ভয়ের কিছু নেই। যারা বিদ্রোহ করছে ওরা এই দেশের লোক। ওরা আমার কোন অনিষ্ট করবে না।

সেন—কিন্তু পুলিশের গুলি যদি লাগে ?

লতিকা—পুলিশ ত সব সময় গুলি চালাচ্ছে না।

সেন—না না, অত দুঃসাহস ভাল নয়। দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে। নিজের খেয়ালের বশে তুমি তোমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পার না। এতে আনন্দ আছে কিন্তু সে আনন্দ মূল্যহীন। ভজুয়া!

লতিকা—একান্তই আমাকে গাড়ী চেপে যেতে হবে? তবে বাড়ীতে ফোন করি, দাদু গাড়ী পাঠাক······

সেন—কেন, আমার গাড়ী কি হয়েছে—?

লতিকা—আমি যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ কোন ভয় নেই। কিন্তু ফিরবার পথে বিপ্লবীরা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার নাও করতে পারে।

(ভজুয়ার প্রবেশ)

সেন—কি রে ?

ভজুয়া—দিদিমণির গাড়ী এসেছে।

লতিকা—তা হলে আমি এবার যাই স্যার—

[পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান]

সেন—(একা বসিয়া চিন্তা করিতেছেন) ম্যালেরিয়া……ম্যালেরিয়া…… পচা এঁদো ডোবা বুজিয়ে দিতে হবে। হাঃ হাঃ হাঃ কে দেবে? কেন দেবে? যার শিক্ষা আছে তার প্রয়োজন বোধ নেই; আর যার প্রয়োজন আছে তার শিক্ষা নেই……কে? কে?

(অলক চৌধুরীর পিতা অবনী চৌধুরীর প্রবেশ। বেঁটে খাট চেহারা, গায়ে গলাবন্ধ কোট, কোঁচান পাতলা ধুতি, মাথার মাঝ দিয়ে সিঁথে কাটা, আর নাকের নিচে প্রকাণ্ড গোঁফ, এক গালে প্রকাণ্ড একটা আঁচিল।)

সেন—আঃ, আসুন, আসুন, এমন অসময়ে……

অবনী—বিপদে পড়ে আসতে হয়েছে মশায়……বলি, আমার ছেলেটীকে ত আপনি পড়ান……

সেন—হ্যাঁ, কিন্তু কি হয়েছে?

অবনী—এখানে আজকাল কি রাজনীতি চর্চ্চা করছেন নাকি? ও ঢের দেখেছি মশায় ঢের দেখেছি। চিত্তরঞ্জন দাশকে দেখলুম, সুরেন বাঁড়ুজ্জের বক্তিমেও শুনলুম, আর হলত ঢের, আরে দুর দূর মশায় ইংরেজ তাড়ান সোজা? ইংরেজ মানে আসল গোরা, বাপ্ বললে বলে শালা, তবে হ্যাঁ মশায় হ্যাঁ ঘুরিয়ে বলে।

সেন—কিন্তু আপনার বক্তব্যটা পরিষ্কার হল না।

অবনী—আমার বক্তব্য এখনও বলিনি মশায়, তা পরিষ্কার হবে কি করে? হ্যাঁ শুনুন, আজকাল রাজনীতি চর্চ্চা করছেন নাকি?

সেন—না ত।

অবনী—কিন্তু আমার অলক সে কেন এই বিপ্লবে যোগ দিলে?

সেন—না না এ সত্যি নয়। অলক আমার ছাত্র, আমি তাকে জানি। আমি জানি এই গুণ্ডামীকে সে বরদাস্ত করতে পারে না। কতকগুলো সাধারণ দুর্নীতি পরায়ণ লোকের চীৎকার শুনে সে আত্মহারা হবে না.........

অবনী—আপনি কাগজ পড়েন না সেন ?

সেন—না, ওতে মন বড় ভার হয়ে যায়, তাই যখন ক্লান্তি আসে, আমি কবিতা পড়ি, বিহারীলাল, wordsworth, আমার জান্‌লা দিয়ে দুনিয়া দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু নীলাকাশ, ঘননিবিড় বনরাজি, আমি দেখি প্রকৃতির স্নিগ্ধ লাবণ্য।

অবনী—কিন্তু আমার ছেলে তবে রাজনীতিতে যোগ দিল কেন ? এর প্রতিকার চাই......

সেন—হ্যাঁ প্রতিকার চাই......বৈজ্ঞানিকের সার্থকতা বিজ্ঞানের চরম সাফল্যে......হুজুগে মাথা দেওয়ার সময় তার নেই। উঃ এক কথা বার বার বলে আমার যেন মাথা গরম হয়ে যায়, তবু কেউ বোঝেনা আমাকে ; না অবনীবাবু আপনি কাল অলককে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তাকে আবার বোঝাব......এ পথ যদি সে নিয়ে থাকে তবে তাকে ত্যাগ করতেই হবে.........

অবনী—আর 'যদি' কি মশায়, আমি তার বাপ, আমি কি ঠিক খবর জানি না।

সেন—আচ্ছা অবনীবাবু, আপনি আসুন, কাল আমি সব ব্যবস্থা করে দেবখন।

অবনী—তা হলে চলি প্রফেসর সেন......নমস্কার।

সেন—নমস্কার।

[অবনী চৌধুরীর প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লতিকাদের বাড়ী সংলগ্ন বারান্দা ও উঠান; কাল-রাত্রি বাড়ীর বারান্দায় একটি ছোট হোয়াট নট, তার চারিদিকে ছোট ছোট কাঠের চেয়ার এবং একপাশে একটি আরাম কেদারা, ঘরের মাঝখানে একটি দরজা। দরজার উপরে সুভাষ বসুর প্রতিকৃতি এবং দরজায় খদ্দরের পরদা টাঙ্গান; দুদিকে দুটি ব্যাঘ্র চর্ম্ম ও মুণ্ড। আরাম কেদারায় বৃদ্ধ ও অন্ধ সতীশবাবু বসিয়া আছেন এবং একটি চেয়ারে বসিয়া সবিতা দেবী (লতিকার মা) পশমের মোজা বুনিতেছেন।

সবিতা—রাত্তির হয়ে গেল, এখনও লতি বাড়ী এল না।

দাদু—তুমি প্রফেসর সেনের বাড়ীতে ফোন করলে ত ?

সবিতা—হ্যাঁ, তিনি বল্লেন, ও এই সবে নাকি বেরুল, কিন্তু এর মধ্যে ত আসবার কথা; যদি পথে কোন·········

দাদু—না মা না অত ভয়ের কিছু নেই। ওরা আজকালকার মেয়ে।

সবিতা—হলেই বা আজকালকার; মেয়ে ত! একে পথে ঘাটে এই বিপদ।

দাদু—দরোয়ানকে পাঠিয়েছ ত ?

সবিতা—হ্যাঁ তাকে ত পাঠিয়েছি—কিন্তু এতক্ষণ ত ফেরা উচিৎ!

দাদু—তা বটে কিন্তু কি জান মা, বিদ্রোহ করছে আমাদের দেশের লোক, কাজেই ভয়ের কোন কারণ নেই। একথা ঠিক না হলেও খুব বেশী ভাববার কারণ নেই······হ্যাঁ মা, আমার মাফলারটা হয়ে গেছে ?

সবিতা—একটু বাকী আছে বাবা, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। সে মেয়ে কথায় কথায় কেবল তর্ক আর তর্ক, কখন কি সে করে বসে···

দাদু—না মা না বেফাঁস কিছু ও করবে না। আমার হাতে গড়া ত! কথায় বলে মায়ের চেয়ে দরদ যার তারে বলে 'ডান' কিন্তু সত্যি

কথা বল্‌তে, কি, ওর খবর আমি যত জানি তত বোধ হয় আর কেউ জানে না। যেদিন তোমার শ্বাশুড়ী মারা গেলেন, সেদিন আমি হেসেছিলুম মা……ভগবানকে বলেছিলুম, এ আমার ভালই হল, কিন্তু যখন তোদের সংসার প্রতিষ্ঠা করে আমার যাবার সময় হল, তখন দাশু চলে গেল, বুক আমার শূন্য হয়ে গেল মা……অত-বড় ফাঁক মনে হয়েছিল আর বোধহয় বুঝবে না… · …

সবিতা—আপনি চুপ করুন বাবা।

দাদু—না রে মা না, এ কথা বল্‌তে আমার কষ্ট হয় না, বুকে যে কথা সব সময় চিতার আগুণ জ্বালাচ্ছে, তাকে একটু একটু বার হতে দিলে আরাম পাই ……হ্যাঁ কি বলছিলুম, ভেবেছিলুম এ ফাঁক আর ভরবে না, কিন্তু ভরে গেল……দাশুর যাবার দু'মাস পরে লতি এল……ওকে আমি চিনিরে পাগলি ওকে আমি চিনি।

সবিতা—সে আমি জানি বাবা, লতি আমার মেয়ে বটে, কিন্তু ও মানুষ হল আপনার কাছে, ওর জন্য যে কষ্ট আপনাকে পেতে হয়েছে!

দাদু—কষ্ট কোথায় মা, কষ্ট কোথায়? তুই যাকে কষ্ট বললি ঐ কষ্টটুকুই ত আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল……কে?

(অলকের প্রবেশ)

অলক—আমি অলক, দাদু।

দাদু—কে অলক… লতি আসে নি?

অলক—কই না ত? আমি আজ সকাল সকাল ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়েছিলাম। তারপর আমার এক বন্ধু সন্তোষ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আজ আটটার সময় মণিকার এখানে আসবার কথা ছিল কিনা। তাই ভাবলাম, এই গোলযোগ চারিদিকে ….যদি সে আসে, তাকে একেবারে নিয়েই যাই …

সবিতা—মণিকার আসবার কথাছিল নাকি ?

অলক—হ্যাঁ, সেত আমাকে বলেছিল, তারপর মিস বাসুকে আমি সে কথা বলেছিলাম······তিনি ত বলেছিলেন আটটার আগে বাড়ীতে ফিরবেন।

সবিতা—কিন্তু লতি ত আসেনি !

অলক—অবশ্য আটটা এখনও বাজে নি····· তা ছাড়া আজ laboratory তে একটা নতুন জিনিষ নিয়ে তিনি মেতে আছেন।

সবিতা—মেয়ে ছেলে, বিয়ে থা করে স্বামীর ঘর করতে যেতে হবে। কি যে হবে, এই সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে !

অলক—না মাসীমা না, আপনাদের যুগ কেটে গেছে, এখন নতুন যুগে ও সবের প্রয়োজন আছে বই কি !

দাদু—সে যাই হোক······সবিতা ফোন করেছিলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা আগে ল্যাবরেটরী থেকে গাড়ীতে উঠেছে। গাড়ীতে অবশ্য দারোয়ান চাকর ছিল, কিন্তু······

অলক—তাই নাকি ? তবে ত ভাবনার কথা হল······আজ বিকেল থেকে সহরের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে উঠেছে, এর মধ্যেই ১৫।২০টা ট্রাম আর মিলিটারী গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, তা ছাড়া পুলিশ অনাবরত fire করছে।

সবিতা—তবে কি হবে বাবা ?

(কথার মাঝখানে লতিকা ও মণিকার প্রবেশ। মণিকা অলকের বোন······সত্যিকারের সুন্দরী যাকে বলে সে অনেকটা তাই। তার পরণে খদ্দরের শাড়ী ব্লাউজ, পায়ে নাগরা, সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখে চশমা)

অলক—(লক্ষ্য না করিয়া) আপনি ভাববেন না মাসীমা আমি এখনই প্রফেসর সেনের বাড়ী যাচ্ছি, তারপর······

লতিকা—তারপর আপনাকে কিছুই করতে হবে না, কারণ মিস্ বাসু নিজেই স্বশরীরে উপস্থিত।

সবিতা—কোথায় ছিলি লতি? আমিত ভেবে মরি!

লতিকা—তোমার প্রশ্নের উত্তর, কোলকাতায় ছিলাম, কিন্তু কেন ভাবতে গেলে মা? আমি ত জানি ভাবলে তোমার ভাবনা বাড়ে, বুক কনকন করে।

সবিতা—ওকি তোর কপালে কি রে?

লতিকা—ও কিছু নয় কপালে একটা ইট এসে লেগেছে, একটু ছড়ে গেছে। তাই মাসীমা ত ভয়ে একেবারে কেঁদে ফেলে আর কি! আমি আর মণি কত কষ্টে যে সামলেছি তা আর কি বলব? দাদু, তুমি যে কিছু বলছ না?

দাদু—কি আর বলব ভাই?

লতিকা—(ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া) সত্যি, লক্ষ্মী দাদু। মাগো! এক কাপ চা দেবে?

সবিতা—হ্যাঁরে, বেশী লাগেনি ত? তা শুধু চা কেন? মণি বোস না মা তোকেও চা দেব ত!

মণিকা—হ্যাঁ মাসীমা শুধু চা।

সবিতা—কেনরে?

লতিকা—এই মাত্তর মাসীমা মানে মণিকার মা জোর করে একপেট খাইয়ে দিলেন।

সবিতা—তবে তোরা বস, আমি চা আনছি।

অলক—আমারও বাদ্ যেতে ইচ্ছে করছে না মাসীমা।

সবিতা—বালাই, তুমি বাদ যাবে কোন দুঃখে!

[সবিতার প্রস্থান]

দাদু—কেন এতো দেরী করে এলি ভাই ? আর যদি মণিদের বাড়ী যাবার ইচ্ছা ছিল একটা ফোন করলেই পারতিস্। জানিস ত তোর মাকে।

লতিকা—সুন্দর বনের বিখ্যাত ব্যাঘ্র শিকারী ভূতপূর্ব রায়বাহাদুর সতীশ বসু তুমি দাদু। তুমি আমায় সব রকম ব্যায়াম শিখিয়েছ। কুস্তি, যুযুৎসু, সব শিখিয়েছ, তোমার কৃপায় ছুরী রিভলবার কিছুই চালাতে আমার বাধে না। তুমি জান, বাঙ্গালীর ঘরে জন্মালেও আমি মেয়েলী ন্যাকামী সহ্য করতে পারি না—এসব তোমারই শিক্ষা দাদু, আর তুমি বলছ কিনা···দাদু···দিন-দিন তুমি বড় পেছিয়ে পড়ছ।

দাদু—বয়স হচ্ছে ভাইরে, বয়স হচ্ছে। যে হাতের জোরে সুন্দর বনের বড় বড বাঘগুলোর নিস্তার ছিল না, আজ কি সে জোর আছে ? তবে মনের জোর কোথায় থাকে ভাই !

লতিকা—না দাদু, তোমার ওসব কোন কথা শুনব না তোমায় আমি চিরদিন একভাবে দেখব।

(সবিতার প্রবেশ)

সবিতা—থাক্, আর দাদুকে বিরক্ত করতে হবে না। আয় চা খাবি আয়—মণি খাও মা···অলক···

অলক—আর চা খাবার ইচ্ছে নেই মাসীমা···যে সব কথা শুনলুম তাতে ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যচ্ছে। ওরে বাবা, দাদুর নাতনীকে জানতুম শুধু লেখাপড়ায় ভাল—ওরে বাবা !

লতিকা—হ্যাঁ দাদু, আজ প্রফেসর সেনকে নিমন্ত্রণ করেছি। উনিত আজই আসবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন, তারপর আবার কি যেন কাজ বাকী আছে বলে আসতে চাইলেন না। দু' একদিনের মধ্যে নিশ্চয় আসবেন।

অলক—ওরে বাবা! তুমি প্রফেসর সেনকে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছ?

লতিকা—সত্যি আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি আমি কি করে ওকথা বলব। ওঁর সঙ্গে কথা কইতে এমন ভয় করে, কিন্তু একবার কথা আরম্ভ করলে আর শেষ করা যায় না।

মণিকা—আমার সঙ্গে প্রফেসর সেনের আলাপ নেই। গোড়ায় বোকামী করে সাহিত্য পড়তে গিয়ে এমন ভুল করেছি।

সবিতা—ওরে সুখন, পেয়ালাগুলো দিয়ে যাত বাবা!

[সুখন ভৃত্যের প্রবেশ ও পেয়ালা লইয়া প্রস্থান]

দাদু—কি বল্‌লি দিদি? সাহিত্য পড়ে ভুল করেছিস্! ওরে না না দেশকে বড় করবি, এইত তোদের ইচ্ছে? তাতে বিজ্ঞানের যেমন প্রয়োজন, সাহিত্যেরও তেমনি প্রয়োজন। ওরা বাস্তব, তোরা কল্পনা। কল্পনায় যে বাস্তব দেখবি তা মধুর সুন্দর; কিন্তু এই পৃথিবী কঠোর নিষ্প্রাণ। এদের মধ্যে সংঘর্ষে দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, সত্যিকারের সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে এই সংঘর্ষের ছবি। ওরে ভাই, এর প্রয়োজন অনন্ত।

লতিকা—(হাত তালি) (দৌড়িয়া তাঁহার গলা ধরিয়া) দাদু···আমার দাদু ···ওরে মণিকা এই আমার দাদু, তোদের যত গল্প করি সব এই দাদুর···আমরা যে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে যেতে চাই, তার প্রেরণা কোথায় থাকে জানিস্, এই দাদুর ভিতরে।

মণিকা—সত্যি দাদু, আজ আপনি যেমন করে আমায় বললেন, তেমন করে কেউ আমাকে কোনদিন বলেনি, আজ থেকে আমি সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করব।

অলক—তোমার আগে বহু লোক ঐ চেষ্টা করছে। বাজারে উপন্যাস নাটকএত ছেয়ে গেছে, যার কথা ভাবলেও গা বমি বমি করে।

দাছু—না ভাই না, সহিত্য মানে শুধু উপন্যাস নয়, তাছাড়া সোণার খনিতে শুধু সোণা থাকে না···অনেক আবর্জ্জনাও থাকে। সত্যিকার মানুষ চাই, যে সোণা বেছে নিয়ে গহণা তৈরী করতে পারে। কিন্তু আবর্জ্জনার ভয়ে যদি ওদিকে না চাও সোণাটাও দেখতে পাবে না।

অলক—কিন্তু দাছু! পদ্মফুল তুলতে গিয়ে শুধু পাঁক ঘাঁটাই সার হবে যে।

দাছু—তারও মূল্য আছে দাদা, যে দেশের লোক পাঁক ঘাঁটে, তাদের ভাগ্যে পদ্ম লাভ হলেও হতে পারে, কিন্তু তোরা যদি চালাকের দল সেজে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখিস তাতে মিলবে শুধু নিষ্ফল আত্মতৃপ্তি আর নিদারুণ বঞ্চণা।

মণিকা—আপনি ঠিক বলেছেন।

লতিকা—দাছু কোনদিন ভুল বলে নারে মণি, মাঝে মাঝে আমরা কেবল ভুল শুনি······

দাছু—নারে ভাই, মাঝে মাঝে আমার কথাও তোদের খারাপ লাগবে······কিন্তু তার জন্যে আমি দুঃখ করিনা।

সবিতা—আপনার খাবার সময় হল বাবা, ও পাগলদের সঙ্গে বকলে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

লতিকা—দেখছ মণি, মায়ের কেবল পদে পদে বাধা। জান মা, কবি কি বলেছে?

"সাত কোটী সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি"

সবিতা—তুই থাম বাপু!

দাছু—না মা না ওদের বারণ কোরো না। ওদের সঙ্গে কথা কইলে আমি বেশ থাকি। আমি মা, সন্ধিস্থল ও ধারের সুর সব সময় কানে বাজছে, তাই এদিকটা দেখতে পেলে ভারী উপভোগ্য হয়।

লতিকা—মা অকারণ এত ব্যস্ত হন।

দাদু—অকারণ নয়রে ভাই, অকারণ নয়, আগে তুই মা হ।

লতিকা—ঐ যা দাদু, তোমার সুর কেটে গেল।

(মণিকার মুখ টিপিয়া হাসি ও অলকের উচ্চহাস্য)

লতিকা—সত্যি দাদু, মা এত টিক্ টিক্ করে—(উঠিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া) লক্ষ্মীটি মা, রাগ করোনা কিন্তু।

সবিতা—আঃ একটু স্থির হয়ে বস্ না লতি, তুই এমন জ্বালাস্।

অলক—তা হলে আমরা এবার উঠি মাসীমা, রাত হয়ে যাচ্ছে।

সবিতা—হ্যাঁ বাবা, কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে এতক্ষণ রাস্তায় কি হচ্ছে কে জানে, তুমি ছেলেমানুষ তার ওপর আবার সঙ্গে মণি রইল।

লতিকা—তুমি কি মা?—২৬।২৮ বছরের ছেলে আর ২০।২২ বছরের মেয়ে, নিজেদের দেশের কটা ছেলে পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ছটফট্ করছে, তাদের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যাবে, তাতেও তোমার ভয়!

অলক—লতিকা ঠিকই বলেছে মাসীমা, ভয় আবার কি, তাছাড়া আমি রয়েছি।

সবিতা—না বাবা না, তুমি বরং একটু দাঁড়াও, দারোয়ান তোমার গাড়ীতে তোমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাক্।

মণিকা—না মাসীমা, আপনার কোন ভাবনা নেই......আচ্ছা বাড়ী গিয়েই আমি ফোন করব'খন।

সবিতা—তাই করো মা, কিন্তু দারোয়ান গেলে......

অলক—না মাসীমা না, যদি সত্যি কোন বিপদ হয় দারোয়ান পালাবে সবচেয়ে আগে......আচ্ছা মাসীমা, দাদু—চলি।

(মণিকা নত হইয়া দাদু ও সবিতাকে প্রণাম করিল)

মণিকা—কিন্তু তোর সঙ্গে কোন কথা হল না লতি, কাল সকালে যাস না একবার আমাদের বাড়ী।

লতিকা—আচ্ছা যাব, চল্ মণি। আসুন অলকবাবু আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

অলক—চল।

(অলক, মণিকা ও লতিকার প্রস্থান)

সবিতা—কি হবে বাবা? লতির দিকে চাইলে আমার ঘুম হয় না, এত বয়স হল; কেবল পড়া আর দেশ…

দাদু—যুগের হাওয়া মা, তুমি আমি বাধা দিয়ে কিছু করতে পারব না, কেবল অশান্তি পাবে…তার চেয়ে যা হয় হোক, মনে শান্তি আন মা, লতি আর যাই করুক, তোমার আমার বংশের কোন অসম্মান তার দ্বারা হবে না।

সবিতা—সে আমি জানি বাবা, কিন্তু বয়স হল ২৪।২৫ এখনও বিয়ে থা—

(কথার মাঝখানে লতিকার প্রবেশ)

লতিকা—আবার ওসব কথা বলেছ যদি, সত্যি আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে যাব।

সবিতা—ওকি অলুক্ষণে কথা, বয়স হল!

লতিকা—বয়েস হলেই বিয়ে করতে হবে? জান মা প্রফেসর সেন কি বলেন?

সবিতা—যা খুসী তাঁর তাই বলুন। ঐ প্রফেসর সেন তোর মাথা খেয়েছে……কেন অলক ছেলেটী কি মন্দ?

লতিকা—কে বলেছে মন্দ। বড়লোকের ছেলে, চমৎকার দেখতে। মনে যাই থাক, ভদ্র ব্যবহার, ভদ্রতার আতিশয্যও আছে।

সবিতা—তবে?

লতিকা—ও 'তবে'র কথা চিন্তা করো না মা।

সবিতা—বিয়ে থা না করলে পিতৃপুরুষের এক গণ্ডুষ জলের অভাবে……

লতিকা—যারা মরে গিয়ে জলের আশা করে তাদের কথাই ভাবছ মা! কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের কথা ভাবছ না।

সবিতা—তুই বিয়ে করলে দেশের লোকের অসুবিধা হবে?

লতিকা—পরাধীন এই দেশের মেয়েদের শিক্ষা নেই বললেও হয়। কাজেই শুধু সন্তান উৎপাদন ছাড়া তাদের আর যা কাজ তা হয় না, দেশে সন্তানের জননী হবার মেয়ের অভাব হবে না মা, আমায় তা হতে বলো না।

সবিতা—কিন্তু পিতৃপুরুষ?

লতিকা—তোমার মৃত পিতৃপুরুষকে এত অকর্মণ্য আর স্বার্থপর ভেব না মা, যদি তাঁদের বংশের কেউ তাঁদের তৃষ্ণা মেটানোর থেকে অন্য অনেক বড় কাজ করতে চায়, তাঁরা ক্রুদ্ধ হবেন না; আর যদি তাঁদের তৃষ্ণাই পায়, তুমি কি ভাব মা সেই তৃষ্ণার একগণ্ডুষ জল আহরণ করবার সামর্থ্য তাঁদের নেই।

সবিতা—ছেলে মানুষী করিস্‌নি লতি, আজ তরুণ বয়েস, রক্তের জোরে যা মিথ্যে ভাবছিস তা একদিন প্রকাণ্ড সত্যি হয়ে দেখা দেবে।

লতিকা—ও কাল্পনিক ভয় আমায় দেখিও না মা। দাদু, তুমি চুপ করে রইলে যে।

দাদু—তোদের ঝগড়া উপভোগ করছিলাম। স্নেহের দান, আর যুগের হাওয়ার সংঘর্ষ ভারী উপভোগ্য ভাইরে। কিন্তু মজা কি জানিস্ দিদি? ঘোড়া আপনার বেগে ছুটতে চায়, কিন্তু তার গতিকে কার্য্যকরী করতে সওয়ারীর প্রয়োজন আছেই; এতে মতদ্বৈত আছে হয়ত, কিম্বা নেই…

লতিকা—তুমি বড় ঘুরিয়ে কথা বলছ দাদু।

দাদু—না ভাই, যা বলছি তোর মত শিক্ষিতা মেয়ের কাছে তা জলের

মত সরল, আর তুই কেন? যে কেউ যদি একটু মনযোগ দিয়ে শোনে তার কাছেও জটীল হবে না; কিন্তু তুই চটে আছিস বলে বুঝতে পারছিস না।

লতিকা—কিন্তু প্রফেসর সেন কি বলেন জান দাদু?

সবিতা—তোর প্রফেসরের কথা আমার কাছে বলিস নি।

লতিকা—বলা উচিতও নয় মা। তিনি ত তোমাদের এই ভাল চচ্চড়ির জীবনকে আদর্শ করেন নি। তাঁর সাধনা, তাঁর কথা আমাদের মত সাধারণদের জন্য নয়; তাই তাঁকে নিন্দে করলে সে নিন্দে আকাশের দিকে থুতু ফেলার মত হবে।

[বেগে প্রস্থান]

সবিতা—এ দিন দিন কি হচ্ছে বাবা!

দাদু—নিয়তি মা, একে কেউ আটকাতে পারে না, কিন্তু প্রফেসর সেনাকে আমি জানি মা। তুমি শক্ত করে বুক বাঁধ মা, লতি পাষাণকে আলিঙ্গন করতে ছুটেছে; ধাক্কা তাকে খেতেই হবে, বেদনা সে পাবেই, সেদিন তোমাকে আর আমাকে তার বড় প্রয়োজন মা।

সবিতা—বাবা!

দাদু—তুমি অনেক আঘাত সহ্য করেছ মা, এও পারবে।

সবিতা—বাবা!

দাদু—কিন্তু সান্ত্বনা কি জান মা? এ আঘাত যদি আসে, ত আসবে ন্যায়ের হাত থেকে।

—শেষ—

অলকদের ড্রইং রুম—প্রশস্ত ঘর, মেজেতে মার্ব্বেল পাথর বসান। দেওয়ালে সবুজ রং এর কলার ওয়াস; তিনটী সুদৃশ্য আলো, সামনে একটী জানলা, দুই পাশে দুইটী দরজা, জানলার উপরে রাজা রাণীর ছবি এবং ঠিক তাহার তলায় একটী সুদৃশ্য পিয়ানো—পিয়ানোর উপর অবনী চৌধুরীর একটী ফটোগ্রাফ এবং তাহার দুই পাশে দুইটী ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ঘরের এক কোণে দরজার পাশে একটী ছোট লিখিবার টেবিল এবং তাহার উপর একটী টাইপ রাইটার মেসিন। ঘরের মধ্যে একটী বড় হোয়াট নট এবং চারিদিকে কেতা দুরস্ত ভাবে কোচ ও সোফা সাজান। সকাল ৭টা—যেদিকে টেবিল তাহার অপর দিকে বসান ঘড়িতে তাহা সুপরিস্ফুট—অলক টাইপ রাইটার মেসিনে বসিয়া কি টাইপ করিতেছে।

(বেগে অবনী চৌধুরীর প্রবেশ)

অবনী—কই অলক তোমার হল ?

অলক—একটু দেরী আছে বাবা।

অবনী—তাড়াতাড়ি কর, make haste ; এখুনি গিয়ে ওটা Wood সাহেবকে দিতে হবে। তা'হলে হয়ত কাজটা হয়ে যেতে পারে।

[মণিকার চা লইয়া প্রবেশ]

মণিকা—বাবা, চা নিয়ে তোমায় সারা বাড়ীটা খুঁজছি।

অবনী—দে মা, দে ; আমার কি একটু সময় আছে !

মণিকা—পোড়া যুদ্ধটা...

অবনী—পোড়া যুদ্ধ নয় রে, পোড়া যুদ্ধ নয়, জানতিস্ না ত, তোর ঠাকুরদা যখন মারা গেলেন, তখন সত্যি কথা বলতে এই বাড়ীটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ; উপরন্তু কয়েক হাজার টাকা দেনা। তারপর মা, লেখাপড়া ত তেমন করতে পেলুম না, কাজেই ব্যবসায় ঢুকলুম, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে মা। এমন

কতদিন গেছে, যেদিন খাবার পর্য্যন্ত সময় পাই নি। একটু একটু করে অবস্থা ফিরিয়ে আনছি, এমন সময় যুদ্ধ আরম্ভ হল। সত্যি কথা বলতে মা, আমার ভাগ্য ফিরল তখন; ধুলো মুঠি ধরেছি, সোণা হয়ে গেছে।

মণিকা—অনেক ত হয়েছে বাবা, আর কি হবে? বাবা, তুমি একলাই যদি সব টাকা নিয়ে যাও, অন্য সকলে খাবে কি? নাও, চা খাও।

(অবনী চৌধুরী চা খাইতেছেন)

অলক—(উঠিয়া আসিয়া) এই নাও বাবা, তোমার চিঠি টাইপ করা হয়ে গেছে।

অবনী—হয়ে গেছে? ওরে সুখন, আমার কোটটা দিয়ে যা'ত!

মণিকা—আমি আন্‌ছি বাবা।

[প্রস্থান]

অবনী—মণিমার কথা তুমি শুনো না অলক। 'দেশ' 'দেশ' করলে দেশ বড় হয় না। যদি নিজের চেষ্টায় নিজে বড় হও, তাহলে শুধু দেশ কেন, সমস্ত পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

অলক—কিন্তু বাবা, দেশের এই বিপ্লব! হাজার হাজার ছাত্র মজুর এতে যোগ দিয়েছে; তাদের স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; দেশের জন্য তারা সমস্ত কষ্ট অকাতরে সহ্য করছে, আর আমরা শুধু……

অবনী—ও সব বাজে কাজ করবার সময় নেই। কালই আমি ভাবছিলুম, আর মিথ্যে ঐ রিসার্চ টিসার্চ নিয়ে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই। এর থেকে তুমি ব্যবসায় আমার সাহায্য কর। বাংলা দেশের বাদাম তেলের sole agency বোধ হয় আমিই পাব। তারপর চেষ্টা করব সরষের তেলের। এ দুটোর জন্যে

অনেক খাটতে হবে, কিন্তু পরিবর্ত্তে আসবে অনেক টাকা; সঙ্গে সঙ্গে আরও সম্মান, আরও প্রতিপত্তি।

অলক—এক দিক দিয়ে সে কথা সত্যি, বাবা। বিদ্যের জাহাজ ঐ সব প্রফেসর মাষ্টারগুলো যখন শুকিয়ে মরে, আর মূর্খ ব্যবসায়ীর দল যখন দু'হাতে টাকা লুটে, ওই বিদ্যের জাহাজগুলোকে কটা পয়সার বিনিময়ে তাদের পায়ে নিজেদের আত্মবিক্রয় করাতে বাধ্য করে, তখন তোমাব কথার সত্যতাকে সন্দেহ করতে পারি না।

অবনী—আজই যাচ্ছি Wood সাহেবের কাছে। দেখ, আমি ভাল ইংরেজী জানি না—একে সাহেব সুবো দেখলেই আমার কেমন ভয় করে, তারপর ইংরেজীতে কথা কইতে গেলেই যেটুকু জানি, তাও ভুলে যাই···তুমি চল না।

(মণিকার প্রবেশ)

মণিকা—বাবা, এই নাও তোমার কোট। তুমি কোথায় যাচ্ছ দাদা?

অবনী—ও আমার সঙ্গে বেরুবে।

মণিকা—সে কি দাদা, তুমি ল্যাবরেটারীতে যাবে না? আর তাছাড়া আজ লতিকার আসবার কথা আছে।

অলক—ও তাও'ত বটে; বাবা, আজ তুমি যাও, আমি এর পর একদিন গিয়ে Wood সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আসব'খন।

মণিকা—আচ্ছা দাদা, তুমি তাহলে এখানে বস; আমি এখুনি স্নান সেরে আসছি।

(মণিকার প্রস্থান)

অলক—আচ্ছা!

[illegible] গোলমাল, লতিকাকে ওর দাদু তবু

অলক—কেন দেবে না? ওরা শিক্ষিতা মেয়ে, আর তাছাড়া ওর দাদু ওকে ছুরি, লাঠি, সব শিখিয়েছে। লতিকা ত এই বিপ্লবেও যোগ দিয়েছে······

অবনী—তবে ও আমার বাড়ী আসছে কেন? না অলক, খবরদার ওসব ব্যাপার হাত দিও না। যে রাজার অধীনে বাস করছ, তাকে আঘাত করো না, ধর্মে সইবে না। তাছাড়া কখন কি কোথায় হয়ে যায়! পুলিশ এনকোয়্যারী সে যে কত বড় কেলেঙ্কারী!

অলক—এই ত বাবা, তুমি communist partyর একজন বড় সভ্য, এতে কি কোন ক্ষতি হয়েছে!

অবনী—আমার কথা ছেড়ে দাও···আমি জানি, যারা ছোটলোক, তারা চিরদিনই ছোটলোক; ওদের সম্বন্ধে দুটো গালভরা কথা বললেই যদি স্বার্থ-সিদ্ধি হয়, তবে তা বলতে দোষ কি! কিন্তু তোমাদের কথা আলাদা; একে বয়সের গরম—তারপর··

(সনাতন রায়—অলকের মামা—বেঁটে খাট মানুষটী, একটু নাকী কথা কন। বিরাট এক জোড়া গোঁফ এবং মাথায় ততোধিক বিরাট এক টাক—প্রবেশ)

সনাতন—কার বয়সের গরম হে ভায়া?

অবনী—আরে সনাতন দাদা, এস এস; তারপর—কি খবর?

সনাতন—খবর আর কি বল—আজ সকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমান থেকে সোজা কলকাতা।

অলক—কেন কি হল?

সনাতন—হবে আবার কি? মণি মা কি কচ্ছে? ও মণি মা, মণি মা!

অলক—কেন মামা, আপনি বড় যে ব্যস্ত হয়ে আছেন!

সনাতন—তুমি যাও বাবা, একবার মণি মাকে ডেকে দাও।

অলক—আচ্ছা দিচ্ছি, কিন্তু কেন ?

সনাতন—সে পরে শুনো।

অলক—আচ্ছা।

[প্রস্থান]

অবনী—কি ব্যাপার হে সনাতন দাদা ?

সনাতন—তোমার বৌদির বড় বাড়াবাড়ি ; এখুনি মণিমাকে নিয়ে যেতে হবে।

অবনী—কেন কি হল ? এই ত সেদিন দেখে এলাম, বেশ দিব্বি সুস্থ আছেন।

সনাতন—সুস্থ থাকবেন না কেন ! তাঁর জন্যে খেটে খেটে আমি যে শুকিয়ে ইঁদুরটী হয়ে গেলাম।

অবনী—তবে যে বল্লে বাড়াবাড়ি।

সনাতন—বাড়াবাড়ি নয় ? সব তাতেই বাড়াবাড়ি ; বলে "আজই মণি-মাকে আনো ; আমার মন বলছে আর তাকে হয়ত দেখতে পাব না"।

অবনী—কেন কি হয়েছে ?

সনাতন—কি হবে আবার ? কিচ্ছু হয় নি ; তবে তাঁর ধারণা ; তাঁর অনেক হয়েছে—কাল বললেন, "সিনেমা নিয়ে চল" ; তখন ভাই বাতের টান ধরেছে বড়। যেই বললুম 'না' অমনি মুখভার—একটু পরেই ওঁ ওঁ ওঁ......

অবনী—সে কি, ফিট্ ?

সনাতন—ফিট্ নয় ভাই, ফিট্ নয় ; আমাকে জব্দ করবার ফন্দী, তারপর চোখ মেলেই হুকুম, মণি-মাকে নিয়ে এস।

অবনী—কেন, ও কি করবে ?

সনাতন—ওকে দিয়ে বলাবে—সিনেমার কথা। আমার আর 'না' বলবার উপায় থাকবে না।

অবনী—সর্ব্বনাশ! একদিন সিনেমা নিয়ে যাও নি বলে এত বিভ্রাট, এই ভীড়ে বর্দ্ধমান থেকে কলকাতা!

সনাতন—দেখি ভাই কপালে আরও কি আছে! দেখ ভাই, অনেক দেখেশুনে কি শিক্ষা হল জানিস্? দুনিয়ার কোন শালা যদি বলে দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে কর, তার মুখে নুড়ো জেলে দেওয়া উচিত।

(মণিকার প্রবেশ)

মণিকা—কার মুখে নুড়ো জ্বালাচ্ছ, মামা?

সনাতন—আমার মুখে মা, আমার মুখে।

মণিকা—কেন মামা?

সনাতন—কই, তুই সেজেগুজে এসেছিস্?

মণিকা—সবে চান করে বেরিয়েছি, দাদা এমন তাড়া দিলে, যাহোক্ একটা কাপড় পরে চলে এসেছি।

সনাতন—ও বেশ হয়েছে—চল মা, এখনি আবার ট্রেণ।

মণিকা—কোথায় যাব?

সনাতন—মামার বাড়ী।

মণিকা—সে কি! আজ যে আমার মিটিং......

সনাতন—ও তোদের বয়সে মিটিং থাকবে নাত, থাকবে কবে? চল্ চল্, কাল ফিরে এসে মিটিং করিস্। তাহলে অবনী, মণিমাকে নিয়ে চল্লুম......

(অজয়ের প্রবেশ)

[illegible] কি [illegible]! সেই ভোর, বেলায় বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, [illegible] খেয়ে যান......

সনাতন—কুটুম্বিতে পরে করিস্ বাবা, পরে করিস্, তার চেয়ে ড্রাইভার-টাকে বল, গাড়ী করে আমাদের হাওড়ায় দিয়ে আসুক।

মণিকা—তাহ'লে যাই বাবা।

অবনী—এস মা; কিন্তু সনাতন দাদা, কাল ওকে দিয়ে যেও, আবার যে দিনকাল, একটু সামলে যেও দাদা।

সনাতন—সনাতন বেঁচে থাকতে কোন শালা তোমার মেয়ের ক্ষতি করতে পারবে না ভাই, আয় মা।

(অবনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান। অবনী কোট পরিতেছেন, অলকের পুনঃ প্রবেশ)

অবনী—কে, অলক! ওরা চলে গেল?

অলক—বাবা, তোমায় আগে বলতে পারছিলুম না। এ খুব ভাল হল।

অবনী —কি?

অলক—ভাগ্যিস, মামা মণিকাকে নিয়ে গেল; তা না হলে বড় সর্ব্বনাশ হয়ে যেত।

অবনী—কেন?

অলক—গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়েছে, মণিকা এতে যোগ দিতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়েছিল। আজ রাত্তিরে জরুরী মিটিং হবে, তাতে হয়ত' ও নাম লেখাত; ও চলে গিয়ে খুব ভাল হয়েছে।

অবনী—কিন্তু……

অলক—আমি সব দলে আছি; কিন্তু সত্যিকারের কোন বিপদ যাতে হয়, এমন কাজ আমি কখনও করতে চাই না।

অবনী—খুব, সাবধান বাবা! পুলিশ বড় সাংঘাতিক জাত। যত্তো গোপনেই যা খুসী করো না, সব ওরা টের পাবে। আমি এখন যাচ্ছি, কিন্তু খুব সাবধান বাবা!

[অবনীর প্রস্থান]

(সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষের প্রবেশ। সন্তোষ—পাজামা পরা—আধ ময়লা ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবী—মাথায় চুলগুলি উস্কোখুস্কো—চোখে মুখে একটা গম্ভীর ভাব, বাঁ গালে একটা বিরাট আঁচিল—চেপে একটি গগ্‌লস্‌, বগলে একটি লাল রংএর ফাইল—ভিতরে ঢুকিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিল···সন্তোষের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলক একটু চম্‌কাইয়া উঠিল)

সন্তোষ—আমি একটু আগে এসেছি কমরেড চৌধুরী ! শুধু আপনার বাবা ছিলেন তাই···কিন্তু কমরেড মণিকা চৌধুরী কোথায় ? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না যে ?

অলক—পারিবারিক কাজে তিনি হঠাৎ একটু আগে বর্দ্ধমান চলে গেছেন

সন্তোষ—তাহলে আজ রাত্রিরের গোপন বৈঠকে তিনি যোগ দেবেন কেমন করে ?

অলক—তা আর কি করে দেবে ?

সন্তোষ—হায় ! হায় ! মিস্‌ চৌধুরীর মত একজন শিক্ষিতা তরুণী কর্ম্মীর অভাব আমি খুবই অনুভব করছি।

অলক—ওর যাবার ইচ্ছা ছিল না—হঠাৎ মামা এসে এমন করে বললেন ···তাই না গিয়ে ওর আর উপায় রইল না।

(লতিকার প্রবেশ)

সন্তোষ—আসুন কমরেড বাসু, আমরা আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

লতিকা—ও সব কমরেড ফমরেড বলবেন না সন্তোষবাবু

সন্তোষ—সে কি ! কমরেড কথাটার মধ্যে কেমন একটা গভীর ঐক্যের চিহ্ন আছে না···

লতিকা—থাক্‌ ; মণিকা কোথায় অলকবাবু ?

অলক—এই একটু আগে মামা এসেছিলেন বর্দ্ধমান থেকে···

লতিকা—কে সনাতন মামা ?

অলক—মামীর নাকি বড় বাড়াবাড়ি !

লতিকা—কি হয়েছে ?

অলক—কে জানে ! সমস্ত কথা বলবার সময় রইল না, মণি সবে চান করে বেরিয়েছে, তাকে টেনে নিয়ে গেলেন ।

লতিকা—যাঃ ! আজকে ও আর ফিরতে পারবে না নিশ্চয়ই । তারপর সন্তোষবাবু !

সন্তোষ—আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্ত পাঞ্জাব আর সীমান্ত প্রদেশে দল ঠিক হয়ে আছে—সবাই প্রস্তুত ।

লতিকা—তা হলে আর দেরী করে লাভ নেই ।

সন্তোষ—হ্যাঁ বিপ্লবী সূর্যকান্ত বলেছেন আজই গুপ্ত বৈঠক বসবে । সেখানেই যারা সভ্য বা সভ্যা হতে চান তারা আসুন । তারপর আমাদের কর্মপ্রণালীকে স্বীকার করে যাঁরা নাম স্বাক্ষর করবেন, আমরা তাঁদের দলভুক্ত করব এবং আজই কাজ ঠিক করে বেরিয়ে পড়তে হবে । মিথ্যে দেরী করে কোন লাভ নেই ।

অলক—বেশ, তাই হবে । কিন্তু গুপ্ত সমিতির ঠিকানাটা এখনও আমরা জানি না ।

লতিকা—ব্যস্ত হবেন না অলকবাবু—সূর্য্যকান্ত সেন, বাংলার বিপ্লবী বীর—রক্তসংঘের নেতা—তিনি যা আমাদের জানবার যোগ্য মনে করবেন, ঠিক সময়েই তা আমরা জানতে পারব ।

সন্তোষ—হ্যাঁ—আজ রাত্রি আটটা—হরিশ সরকার রোডের যে ৩৭নং বাড়ী—বিরাট বাড়ী—কিন্তু কেউ থাকে না—ঐ বাড়ীর তলায় একটি ঘর আছে, বাড়ীর কাছে গেলেই একটি লাল পোষাকপরা লোক ভেতরে নিয়ে যাবে—তাকে বিশ্বাস করলে ঠকবেন না !

অলক—তা হলে ৩৭নং হরিশ সরকার রোড—আজ রাত্রি আটটা—

সন্তোষ—তা হলে আপনারা আসছেন মিস বাসু ?

লতিকা—যাব।

(সন্তোষ উঠিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল)

লতিকা—আপনি যাবেন ত অলকবাবু ?

অলক—নিশ্চয়ই যাব। জান লতিকা, সেদিন সন্তোষ বলছিল—রক্তসংঘের মহিলা বাহিনীর অধিনায়িকা হবে তুমি।

লতিকা—কিন্তু এই সূর্যকান্ত সেন—কে তিনি ?

অলক—অত সহজে তাঁর পরিচয় মেলে না ; শুনেছি অনেক কথা, কিন্তু তাঁকে চোখে দেখিনি কখনও। হ্যাঁ, আজ ল্যাবরেটরীতে যাবে না ?

লতিকা—হ্যাঁ নিশ্চয়ই যাব—আমিত একেবারে রেডি হয়ে এসেছি।

অলক—তবে একটু বসবে ; এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।

লতিকা—না আমি চলি ; আপনি পরে আসুন।

অলক—কিন্তু বাইরে এখনও গুলী চলছে।

লতিকা—রক্ত সংঘের সভ্যা।

[নিজের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

(প্রফেসর সেনের ল্যাবরেটরী—সেন অস্থির ভাবে পায়চারী করিতেছেন)

সেন—অসাধ্য ! অসাধ্য ! এমন পথ্য প্রয়োজন, যাতে করে অবুধ ব্যবহার করতে হবে না ; আর বাইরের কোন খাদ্যের প্রয়োজন

হবে না। কুইনাইনের যে অংশ ম্যালেরিয়া সারায় আর খাদ্যের যে অংশ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, এই দুয়ের মাঝে মিলন আনতে হবে—chemical compound.

(বেয়ারার প্রবেশ)

কি···কি চাই ?

বেয়ারা—ওঁরা এখনও আসেননি।

সেন—আচ্ছা, তুমি যাও···আঃ ! এতটুকু নিয়মানুবর্ত্তিতা রাখবে না; এরা হবে দেশের ভাগ্যবিধাতা ; অথচ এদের দিকে চাইলে দয়া হয়। কিন্তু···সহরের অবস্থা কি আরও খারাপ হল ?

(লতিকার প্রবেশ)

লতিকা—হ্যাঁ স্যার ! এখন শুধু সহরে নয়, সমস্ত দেশ জুড়ে যে বিরাট বিপ্লবের আগুন দেখা দিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন আর কখনও হয় নি। কাতারে কাতারে ছাত্র, মজুর, রক্তের বদলে আজ রক্ত নিতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে ; এমন দিনে আর ঘরের মধ্যে বসে···

সেন—না—না—না—ঘরের মধ্যে থাকতে হবে বৈ কি !

লতিকা—কিন্তু মটকায় যে আগুন লেগেছে স্যার !

সেন—নিশ্চয় লেগেছে ; সে আগুন নেবাতে হবে, কিন্তু তাই বলে সবাই যদি শুধু হুজুগে মেতে জল ঢেলে যায়, তাহলে কোথাও হবে কাদা আর কোথাকার আগুন সমান তালে জ্বলে যাবে। তাই কতকজনকে থাকতে হবে দেখার কাজে ; এর দাম অনেক।

লতিকা—কিন্তু এমন করে বসে থাকতে মন চায়না স্যার।

সেন—ছেলে মানুষী করো না বাপু। এই যে বিপ্লব, তুমি দেখো—এ কার্য্যকরী হবে না। এ থেমে যেতে বাধ্য ; কারণ আজ যারা

বিক্ষোভ করছে, তাদের খাবার সংস্থান কোথায়? বাঁচবার ব্যবস্থা কই? শুধু উন্মাদের মত ছুটলে হয় না, সেই সমস্ত ভার নেবার কেউ নেই; সেই ভার নিতে হবে তোমাদের।

লতিকা—কিন্তু স্যার!

সেন—না না, কিন্তু নয়—কিন্তু নয়; রোগে ভুগে ভুগে অজীর্ণ আমাশয়ে ওরা মৃতপ্রায়। ওদের জীবনী শক্তি নেই, ওদের শিক্ষা নেই, ওরা খেতে পায় না—রোগে অষুধ পায় না—পথ্য পায় না; অনেকেই হুজুগে সত্যি মেতেছেন, অনেকে মাতেন নি, কিন্তু নাম কেনবার ফিকিরে মাতবার ভান করছেন। তুমি—তোমরা তা করো না।

লতিকা—কিন্তু পরাধীন দেশের কত সমস্যা......

সেন—সমস্যা শুধু পরাধীন দেশের নয়, সমস্যা সকল দেশের, সে সমস্যার সমাধানের ভার নেবার জন্য রাজনীতিবিদরা আছেন। তোমরা বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান দেশের যতটুকু উন্নতি করতে পারে, তোমরা সেদিকে মনোযোগ দাও।

লতিকা—কিন্তু মন যে মানে না স্যার! দেশে যখন বিপ্লব সুরু, নেতারা রইলেন অহিংস হয়ে। মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন non violent, non co-operation; কিন্তু কোথায় রইল তাঁর নীতি!

সেন—ও সব আমায় বলো না লতি। হিংসা কি অহিংসা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, দেশে অনেক সমস্যা আছে, চিরদিন থাকবে; কিন্তু সমস্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। আমি বৈজ্ঞানিক, Bactriologist. আমি দেখব শুধু ঔষধ সমস্যা। আমার কাজ যদি আমি করি, সকলের কাজ যদি সকলে করে, তবে দেশের উন্নতি হবেই।

লতিকা—হয়ত আপনার কথাই সত্যি। কিন্তু মন যে বাধা মানে না স্যার!

(অলকের প্রবেশ)

অলক—চোখের সামনে যখন দেখছি নিপীড়িত মানুষ প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে, তারা বড়'জোর দুটো ইট ছুঁড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ হচ্ছে দু'ডজন গুলিতে, তখন চুপ করে থাকি কি করে স্যার?

সেন—এখনই ছুটে গিয়ে আরো দুটো ইট ছোঁড়া ছাড়া তুমি আর কিছু করতে পারো না। বিজ্ঞ লোকে একে বলে আহাম্মকী, কিন্তু আমি বলব এ দেশ প্রেমের যৌবন-সুলভ বিলাস।

অলক—কিন্তু সবাই যদি দুটো করে ইট ছুঁড়তে পারত!

সেন—পারলে কি হত জানি না, কিন্তু তা হবে না; যদি সত্যি কোন দিন সে মনোবৃত্তি আসে, সেদিন দেশকে স্বাধীন করবার জন্য আর কোন কিছু প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ আলোচনা থাক্ অলক! তোমাদের অন্য কর্ত্তব্য রয়েছে। হ্যাঁ—অলক! কাল তোমার বাবা এসেছিলেন। তিনি অভিযোগ করলেন, তুমি নাকি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছ?

অলক—দেশের এই দুর্দ্দিন; আমরা তরুণের দল যদি এখনও পা গুটিয়ে বসে থাকি……

সেন—না না, পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন? তোমাদের যা কাজ তাই কর; মিথ্যা হৈ চৈ এ প্রয়োজন কি? "ভারত স্বাধীন হোক"—চীৎকার করলে কি হবে? বরঞ্চ সত্যিকার কাজ কিছু না করে, অপরিণত বুদ্ধি নিয়ে যদি রাজনীতির নামে জীবনটাকে ব্যর্থ করতে চাও, তার ফলে অনাবশ্যক ভাবে কতকগুলি দলের সৃষ্টি হবে—বাধবে কলহ। সভা হবে—প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে—কিন্তু কাজের কিছু হবে না; যদি সত্যি কিছু

চাও, তবে নিজের কাজ করে যাও—দেশকে ভালবাসো ; সমালোচকের দৃষ্টির প্রয়োজন নেই, শুধু ভালবাস···। আর নয়, এস তোমাদের আজকের জন্য একটা বিষয় ঠিক করে রেখেছি।

(অলক ও সেনের প্রস্থান)

লতিকা—(স্বগতঃ) প্রফেসর সেনের কথা সত্য ; কিন্তু মন যে মানে না। ঐ যে চারিদিকে জ্বলে উঠেছে আগুন ; ওতে যদি যোগাতে পারি ইন্ধন, হয়ত একদিন দেখা যাবে শোষকের সোণার প্রাসাদের শিখরে হু হু করে আগুন জ্বলে উঠেছে···

(অলক কতকগুলি যন্ত্রপাতি লইয়া প্রবেশ করিল)

অলক—এদিকে এস লতি, আজ এই নূতন তৈরী Compound কে analyse করতে হবে।

লতিকা—সত্যি ওসব কিছু ভাল লাগছে না অলকবাবু। সন্তোষ বাবুর সঙ্গে কথা কইবার পর থেকে মনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে······

অলক—শুধু দেশপ্রেম না আর কিছু···!

লতিকা—অলকবাবু···!

অলক—না না, আমি বলছিলাম অন্য কথা।

লতিকা—ও কথা থাক্।

অলক—আজ কিছু করবে না ?

লতিকা—না, ভাবছি বাড়ী যাই।

অলক—কিন্তু প্রফেসর সেন যে কাজ দিয়েছেন !

লতিকা—মন থেকে উৎসাহ যখন পাচ্ছি না, তখন কাজ করি কেমন করে ?

অলক—তবে থাক।

(কপালে হাত চাপিয়া নত-মস্তকে লতিকা বসিয়া আছে)

অলক—কি ভাবছ ?

লতিকা—ভাবছি, কে এই সূর্য্যকান্ত ? চোখে দেখিনি অথচ তাঁর প্রতিটি কথা চুম্বকের মত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়।

অলক—সন্তোষের মুখে শুনেছি, তাঁর চোখে নাকি আগুন জ্বলে! অথচ এত শান্ত, এত সাধারণ, যা সাধারণদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

লতিকা—কে এই সূর্য্যকান্ত সেন ? সত্যিই কি ইনি রক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ?

অলক—যদি কোন কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, চল যাওয়া যাক্; মিথ্যে দেরী করে আর লাভ কি ?

লতিকা—কিন্তু যাবার মুখে আজ এই laboratory হঠাৎ কেমন টানছে। হয়ত এখানে আর কোনদিন প্রবেশাধিকার থাকবে না। যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তা সফল হল না। আবার যাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু বলে স্বীকার করেছিলাম তাঁকে অমান্য করে অন্যদিকে ছুটতে চলেছি—সত্যি অলকবাবু, এ যেন কেমন লাগছে !

অলক—এই জন্যেই মহাজনেরা বলেছেন—নারীর কর্ম্মস্থান অন্তঃপুরে। এত sentiment ! এত দুর্ব্বলতা ! না লতিকা, ও তোমার শোভা পায় না; আমি জানি, প্রফেসর সেন তোমার মন জুড়ে বসে আছেন, পলে পলে আমি তা উপলব্ধি করছি; তাই আর কোনদিকে তোমার দৃষ্টি গেল না। কিন্তু তবু তোমায় আজ আসতে হবে, প্রফেসারকে ছাড়তে হবে; তুমি হবে রক্ত সংঘের নারীবাহিনীর অধিনায়িকা।

লতিকা—তবু কোথায় যেন একটু কেমন হচ্ছে ! সত্যি বলছি অলকবাবু,

মনে হয় কতদূরে বাঁধা একটা বাঁধনে টান পড়ছে, এ বাঁধন ছিঁড়ে গেলে হয়ত আমি তলিয়ে যাব।

অলক—লতিকা! লতিকা! তুমি না রক্ত সংঘের সভ্যা!

লতিকা—অস্থির হবেন না, অলকবাবু! মা বলেন, আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় পালিত হলেও আমরা মেয়ে, এ কথার তীব্রভাবে প্রতিবাদ করি; তবু যেন মনে হয়, এর কোথায় একটা কঠোর সত্য নিহিত আছে। না অলকবাবু, আমার মনস্থির হয়ে গেছে; আমি যাব, কিন্তু যাবার আগে প্রফেসর সেন—হ্যাঁ প্রফেসর সেনকে একটা প্রণাম করে যাব।

অলক—হাঃ হাঃ হাঃ।

লতিকা—হাসলেন যে?

অলক—তোমার দুর্ব্বলতা দেখে; ছুরি শেখ, লাঠি শেখ, রিভলবার ছুঁড়তে শেখ—নারী, যে নারী, সেই নারী! কোন পরিবর্ত্তন তার হয়না, হবেও না।

লতিকা—না, প্রফেসর সেনকে শ্রদ্ধা করি; তাই বিদায় নেবার আগে তাঁকে প্রণাম করে যাব। এটা sentiment নয়, মনুষ্যত্ব।

অলক—কিন্তু প্রফেসর সেন ত এখন আসবেন না। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন, তাঁকে বিরক্ত করতে।

লতিকা—কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমি ত যেতে পারি না!

অলক—কি ছেলেমানুষী করছ লতিকা? তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত ঠিক করে নিতে তোমার সময় লাগবে। আমি না হয় প্রফেসর সেনকে তোমার কথা বলব।

লতিকা—আপনি যাবেন না?

অলক—হ্যাঁ চল, তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি ; তারপর এখানে এসে প্রফেসর সেনকে সব বলে দিয়ে যাব।

লতিকা—না না, আমায় দিতে যেতে হবে না। আপনি এখানে থাকুন। প্রফেসরকে সব বলে, তারপর যাবেন ; আমি তাহলে চলি।

অলক—আটটায় আবার দেখা হবে।

লতিকা—আচ্ছা।

(প্রস্থান)

অলক—হাঃ হাঃ হাঃ , প্রফেসর সেনের কবল থেকে লতিকাকে সরাতে পারলে তবেই হবে···কে ?

(প্রফেসর সেনের প্রবেশ)

ওঃ ! আপনি স্যার···

সেন—আমি একমনে একটা কঠিন বিষয় চিন্তা করছিলাম, কিন্তু কে যেন হঠাৎ চীৎকার করে অট্টহাস্য করলে ; আমার সমস্ত চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল।—কে···কে এমন পাগলের মত চীৎকার করল ? একি ! হঠাৎ আমার কি হল ! সব যেন কেমন উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, অলক...!

অলক—আমায় কিছু বলছেন স্যার ? একি ! আপনাকে যেন কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে ! আপনার মুখের সেই শান্ত হাসি কোথায় স্যার ?

সেন—(আত্মস্থ হইয়া) না না অলক, তুমি ভুল দেখেছ। কই আমার ত কিছু হয়নি !—লতিকা কোথায় ?

অলক—তাঁর আজ মন ভাল নেই, তাই তিনি চলে গেলেন।

সেন—সে কি ?

অলক—আমারও আজ কিছু ভাল লাগছে না। যদি কিছু মনে না করেন, আমিও যাই।

সেন—না না, মনে করব কেন ? কিন্তু তুমিও যাবে ! তোমরা আমার সান্ত্বনা ! বুঝলে অলক, তোমরা থাকলে আমি মনে সাহস পাই ।

অলক—কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আছে স্যার !

সেন—যাবে যাও ; হ্যাঁ, কাল আসছ ত ?

অলক—নিশ্চয়ই আসব স্যার ; এই laboratory র উপর কেমন একটা আকর্ষণ—এখানে না এলে, মনে হয় সারাদিনটা বৃথা গেল। মিস্ বাসু যাবার সময় এই কথাই বল্‌ছিলেন। আপনাকে কিছু বলে যেতে পারেন নি বলে তিনি বারবার ক্ষমা চেয়ে গেছেন ; আর আপনাকে উদ্দেশ্য করে এখান থেকেই প্রণাম করে গেছেন।

সেন—কে, লতিকা ? হ্যাঁ ভাল কথা, বলতে ভুলে গিছলাম—ম্যালেরিয়ার ওপর উনি যে প্রবন্ধটা লিখেছিলেন, নিউইয়র্কের এক medical জার্নাল তা প্রকাশ করেছে ; সঙ্গে সঙ্গে ভাল appreciationও পাওয়া গেছে। ওঁর নামে ৫০০৲ টাকা এসেছে। হ্যাঁ, দাঁড়াও—আমি আনছি টাকাটা ; ওকে দিয়ে দিও ত !

(প্রস্থান)

অলক—হাঃ হাঃ হাঃ।

(একটু পরে নোট হাতে পুনঃ প্রবেশ)

সেন—কে যে চীৎকার করে হাসলে ! এই নাও, ওকে দিয়ে দিও।

অলক—আমাকে দিচ্ছেন কেন, স্যার ? ওঁকেই দিতে পারতেন।

সেন—সবাই সমান, আমার সবাই সমান।

অলক—তা হলে আমি এখন যাব স্যার ?

সেন—যাবে ! কিন্তু আজ তোমাকে বিদায় দিতে কেমন যেন কি হচ্ছে !

অলক—কেন স্যার, আমি ত কালকেই আসব।

সেন—আচ্ছা।

(অলক প্রফেসর সেনকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল)

সেন—এরা কি সব…? হ্যাঁ…ঐ বিপ্লব !…ভজুয়া…ভজুয়া !

(প্রবেশ)

ভজুয়া—কি বলছেন, বাবু ?

সেন—গাড়ীটা বের করত ; আর হ্যাঁ—বেয়ারাকে আমার বেরুবার কোটটা দিতে বল।

(ভজুয়ার প্রস্থান ও একটু পরে বেয়ারা কোট লইয়া প্রবেশ করিল)

সেন—(কোট পরিতে পরিতে) দেশের যুবশক্তি উন্নতির মূল…কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ না করলে কি হবে ! বাণের স্রোতে জমি উর্ব্বর করে ; কিন্তু বাঁধ যদি না থাকে, সে স্রোত মানুষের জীবনকে যে বিপন্ন করে তুল্‌তে চায়।

বেয়ারা—বাবু, গাড়ী বের করেছি।

সেন—ওঃ !…হ্যাঁ…

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(লতিকাদের বাড়ীর সংলগ্ন বারান্দা—দাদু ও সবিতা বসিয়া আছেন)

দাদু—একদিন বিশ্বাস করতাম মা, আমার সোণার ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত চুষে খেয়ে খেয়ে যারা তাকে পাণ্ডুর করে তুলেছে, তাদের সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। গুপ্ত হত্যায় আমার তখন পূর্ণ সমর্থন ছিল ; চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিলাম। এই কার্য্যের যাঁরা হোতা, আজও তাঁদের মধ্যে অনেকে বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের আমি প্রণাম জানিয়েছি।

কিন্তু আজ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি মা, রক্তের দাগ রক্তে ধোয়া যায় না—সমস্ত জায়গাটা রক্তলিপ্ত হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে; তাই অহিংস নীতিকে আর তাঁর স্রষ্টাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার মনে হয়, পরাধীন ভারত যদি মুক্তি পায় তাহলে তার পথ মাত্র ঐ একটী।

সবিতা—আপনার ফল থাবার সময় হয়েছে বাবা; দেব?

দাদু—দাও···।

সবিতা—তাহলে আপনি এখানেই একটু অপেক্ষা করুণ; আমি এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি।

দাদু—আচ্ছা।

(সবিতার প্রস্থান ও লতিকার প্রবেশ)

লতিকা—দাদু!

দাদু—কি রে ভাই?

লতিকা—তোমাকে একটা কথা বলব; রাগ করবে না ত?

দাদু—তুই কখন এলিরে? আজ এত সকাল সকাল ল্যাবরেটরী থেকে ফিরেছিস যে!

লতিকা—এমনি, ভাল লাগছিল না।

দাদু—তা কি করে লাগবে বল! যে বয়সের যা; এখন কোথায় চার পাঁচটা ছেলেপুলের মা হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে কাঁথা সেলাই করবি; তা নয়! কেবল ল্যাবরেটারী আর টেষ্ট টিউব —টেষ্ট টিউব আর ল্যাবরেটারী।

লতিকা—দাদু, আবার! আমি এমন চটে যাব আগুন হয়ে······

দাদু—দেখিস, আগুনে গলে আবার যেন জল হয়ে যাস নি।

লতিকা—না দাদু, শোন না! আজ রাত্তিরে একটা মিটিং আছে। আস্‌তে রাত্তির হবে। তুমি মাকে বলো, মা যেন রাগ করে না।

দাদু—কিসের মিটিং রে ?

লতিকা—একটা বিরাট দল গড়ে তোলা হচ্ছে শাসকের বিরুদ্ধে। সারা ভারতবর্ষে তার শাখা প্রশাখা হবে ; তারপর……

দাদু—শোন, শোন, একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল ! একবার কাগজে দেখেছিলাম—All India Asiatic Folk literary Societyর meeting—open to all ; ভাবলুম, সারা ভারত জুড়ে একটা প্রতিষ্ঠান ! দেখাই যাক্ কি ব্যাপার। তারপর যে ঠিকানা দেওয়া ছিল তা খুঁজে খুঁজে গেলুম। প্রথমে বড় রাস্তা—Avenue, তারপর road, তারপর lane, তারপর bye lane, তারপর blocked lane ; সেই লেনের শেষে একটা দোতলা বাড়ী—মনে হল, জব চার্ণকের আমলে তৈরী, ভেতরে ঢুকে দেখলুম একটা মেস—তার একতলায় একটা ছোট কুঠুরী ; সেই কুঠুরীতে দুটো seat, তার একটাতে সম্পাদক থাকেন, উপস্থিত tuition করেন আর I, A. পড়েন। সভা সেইখানেই হবে—তারপর, রাগ করে চলে এসেছিলাম।

লতিকা—আঃ দাদু ! কি বকতেই তুমি পার। হ্যাঁ শোন, ঐ যা ! মা আসছে ; আর বলা হল না ··

(সবিতা ফলের রেকাবী হস্তে প্রবেশ করিলেন)

সবিতা—আবার তুমি বাবাকে জ্বালাতে এসেছ ?

লতিকা—বাবারে বাবা ! দাদুর সঙ্গে একটু কথা বলেছি, অমনি না টিক্‌টিক্ করছে……

দাদু—নারে না বস্, এই নে, খা।

লতিকা—আমি এই মাত্র খেয়েছি দাদু ! তুমি খাও। বাঃ ! মা, তুমি কি সুন্দর ফল কাটতে পার।

সবিতা—থাক্‌, আর আমাকে খোসামোদ করতে হবে না।

লতিকা—জান দাদু, মা আমাকে মোটেই দেখতে পারে না। তা' হলে দাদু, তোমার কোন আপত্তি নেই ত ?

দাদু—(খাইতে খাইতে)—কিসের আপত্তি ?

লতিকা—বারে। মিটিংএর কথা বললুম না !

দাদু—কত রাত হবে ?

লতিকা—ন'টার মধ্যে ফিরব।

সবিতা—একে রাত্তির, তারপর চারিদিকে গুলিগোলা চল্‌ছে ; এর মধ্যে না বেরুলে চল্‌ছে না ? না না, তোমার গিয়ে কাজ নেই।

লতিকা—আমায় যেতে হবে মা, তোমায় ত বলেছি, আমি যদি লেখা পড়া না শিখতাম, তাহলে হয়ত ঘরে বসে থাকতাম ; কিন্তু এখন তা হয় না। তুমি বারণ করো না মা।

সবিতা—তা হলে তুমি যাবেই ?

লতিকা—হ্যাঁ।

সবিতা—যদি যাবেই, তবে দাদুর মত নিতে এসেছ কেন ?

লতিকা—কোন অকাজে যাচ্ছি নাত মা, যে ভয় করব ! তাই মিথ্যে তোমাদের ভাবিয়ে কি লাভ ?

দাদু—আমি একটা কথা বলব, রাগ করবি নাত ?

লতিকা—না দাদু, রাগ করব কেন ?

দাদু—কি জানিস্‌ ভাই, আমাদের দেশে মেয়েদের কাজ অন্তঃপুরে।

লতিকা—কিন্তু দাদু, বাইরে যখন বিপ্লব, ঘরেও বিপ্লবের ঢেউ আসবেই ; সেই বিপ্লবের স্রোতে মেয়েদেরও ভাসতে হবে।

দাদু—কিন্তু চিরকাল কি প্রথা চলে এসেছে, তুই শিক্ষিতা মেয়ে তোকে তা বোঝাতে হবে না।

লতিকা—কিন্তু দাদু, যেদিন এ প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন সমাজে সংসারে এ সর্ব্বনাশা বিপ্লব আর অশান্তি দেখা দেয়নি।

দাদু—কে বললে, ভাই? সমাজ তখন সবে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কাজেই তখন অনিয়ম ছিলই, তাই অশান্তিরও অভাব ছিল না।

লতিকা—কিন্তু সে অশান্তি এত ব্যপক ছিল না দাদু। তাছাড়া তার রূপও ছিল আলাদা।

দাদু—কিন্তু অশান্তিকে যে শান্তি দিয়ে জয় করতে হয় ভাই।

লতিকা—না দাদু, সে অশান্তি একের; কিন্তু দুনিয়া যখন অশান্তি হয়ে ওঠে, শোষক যখন শোষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অশান্ত তখন শোষিত যদি শান্তির পথের পথিক হয়; সে শান্তি যে মৃত্যু দাদু।

সবিতা—মিথ্যে তর্ক করোনা লতি; তোমার যাওয়া হবে না।

লতিকা—না মা, বাধা দিও না। আমি যাব; আর তা ছাড়া মিথ্যা ভয় করছ তুমি। ন'টার মধ্যে ত ফিরে আসছি আমি। রাগ করোনা মা লক্ষীটী! কথায় কথায় তোমরা যদি এমন রাগ করো মা, তাহলে আমার কেমন উৎসাহ হারিয়ে যায়। (থামিয়া) যাব মা?

সবিতা—(একটু পরে) আচ্ছা যা; কিন্তু আমাদের গাড়ীতে করে যাবি ত? সঙ্গে দারোয়ান আর দু'জন চাকর যাক্।

লতিকা—বেশ ত যাক্ না। আমি প্রথমে মণিকাদের বাড়ী যাব, তারপর মিটিংএ যাব।

সবিতা—ওরাও যাবে নাকি?

লতিকা—হ্যাঁ।

সবিতা—এখুনি যাবি?

লতিকা—হ্যাঁ, আটটাত বাজে; মিটিং বসবে ঠিক আটটায়।

সবিতা—তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরিস কিন্তু…

লতিকা—আচ্ছা দাদু, তাহলে যাচ্ছি।

দাদু—আচ্ছা, তাড়াতাড়ি আসিস্ ভাই !

সবিতা—দুর্গা ! দুর্গা !

(লতিকার প্রস্থান)

সবিতা—যেতে দিয়ে ভাল করলুম কি বাবা !—আমার মনটা যেন কেমন করছে। কতদিন'ত ও রাত্রে বাইরে যায়, কিন্তু…

দাদু—ভেবোনা মা, ভেবোনা ; মায়ের মন কিনা মা !

(বেয়ারা কার্ড লইয়া প্রবেশ করিল)

সবিতা—কি রে ?

(বেয়ারা কার্ড দেখাইল)

দাদু—কি হল ?

সবিতা—কে এসেছেন !—(কার্ড দেখিয়া) ও প্রফেসার সেন এসেছেন। ওরে তাঁকে এইখানে নিয়ে আয়। বাবা, প্রফেসার সেন এসেছেন ; বেয়ারা তাঁকে এখানে আনছে। আমিও ভিতরে যাই।

[সবিতার প্রস্থান। বেয়ারার সহিত সেন প্রবেশ করিলেন)

বেয়ারা—বাবু, বাবু এসেছেন !

(বেয়ারা প্রস্থান করিল)

দাদু—আসুন, আসুন, প্রফেসর সেন ! আমি অন্ধ, তাই আমার পরম সম্মানিত অতিথি আপনি—আপনাকে নিজে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা করতে পারি নি।

সেন—আপনি অন্ধ ? কিন্তু শুনেছি, আপনি একজন ভাল শিকারী।

দাদু—হ্যাঁ, ছিলাম। তারপর হঠাৎ বুড়োবয়সে গ্লকোমো হয়ে আমার দৃষ্টি শক্তি হারালুম।

সেন—গ্লকোমো! গ্লকোমো সারাতে গিয়ে অন্ধ? হায়! হায়! এই আমাদের দেশের চিকিৎসা!

দাদু—কিন্তু, এর জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নই প্রফেসর সেন! দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছি, যা দেখবার—যা দেখবার নয়, এমন বহু দৃশ্য দেখেছি; তাই আজ আর দুঃখ হয় না!

সেন—আমি লতিকার কাছে এসেছিলাম, মিঃ বাসু!

দাদু—লতিকা'ত এই একটু আগে বেরিয়ে গেল। কি একটা মিটিং আছে বলে···

সেন—উঃ! মিটিং, মিটিং!······না না, মিঃ বাসু! আমার আজ মোটেই ভাল লাগছে না। সমস্ত দেশময় চলছে এক নারকীয় ব্যাপার—বলে 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা'—আগে যোগ্যতা অর্জ্জন কর, তা নয়······লতিকাকে আমি বাধা দেব বলে এসেছিলাম। সে কতক্ষণ আগে বেরিয়েছে?

দাদু—এই মিনিট পনের হল।

সেন—আমি ঠিক সময়ে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ গাড়ীর টায়ার পাঞ্চার হয়ে; আমার অনাবশ্যক দেরী হয়ে গেল।

দাদু—লতি বল্‌ছিল, এখান থেকে অলকের বাড়ী যাবে; তারপর মিটিং······

সেন—তা'হলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ সেখানে আছে। আমি ওখানে যাই······

দাদু—সেকি, আপনি আজ প্রথম আমার বাড়ী এলেন; আর একটু মিষ্টি মুখ না করে·····

সেন—সে আর একদিন হবে, মিঃ বাসু! আজ আমি যাই, আচ্ছা নমস্কার।

(বেগে প্রস্থান)

দাদু—(উচ্চৈঃস্বরে)—সবিতা !

সবিতা—(প্রবেশ)—কি বাবা ?

দাদু—চলে গেলেন—কিছু না খেয়ে চলে গেলেন।

সবিতা—কিন্তু বাবা, উনি কি বলে গেলেন ? মনে হল, উনি যেন ভয় পেয়েছেন।

দাদু—বৈজ্ঞানিক মানুষ—চিরদিন বই নিয়ে কাটিয়েছেন—শুধু ল্যাবরেটরী আর রিসার্চ্চ। ছেলেমেয়ে দুটোকে বড় ভালবেসে ফেলেছেন, তাই চারদিকে গণ্ডগোল—ওদের সেদিকে মাত্‌তে দেখে একটু ঘাবড়ে গেছেন।

সবিতা—কিন্তু আমার যে ভয় বাড়ছে বাবা ! অত বড় বিদ্বান লোক, উনি যদি অমন ভীত হয়ে পড়েন, ত আমার মত লোক সাহস কি করে পাবে বাবা ?

দাদু—ওরা যে বৈজ্ঞানিক মা ! পাগল—একটুতে উতলা হয়ে পড়েন।

সবিতা—কিন্তু বাবা......!

দাদু—তুমি ত জানো মা, গত যুদ্ধে আমি ছিলাম মেসোপটেমিয়ায়। দেশ দেখবার ইচ্ছা ছিল প্রবল, কিন্তু আরও কি মনে হয়েছিল জান মা—দেশকে স্বাধীন করতে গেলে তার জন্য সৈনিকের প্রয়োজন, যুদ্ধ শিক্ষা প্রয়োজন ; তাই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলাম। আশা ছিল—এমনি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক যদি যুদ্ধবিগ্রহ শিখ্‌তে পারে, তবে আমাদের দেশও স্বাধীন হবে ; কিন্তু তা হল না, তা হয়ও না ! কিন্তু পরাধীনতার বেদনা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি মা। তারপর দাশুর কথা মা—দু'দুবার সে জেলে গেল ; বঙ্কিম, চিত্তরঞ্জন, সুভাষের দেশের যোগ্য লোক ছিল সে মা ; তারই উদ্দীপনায় আমি রায় বাহাদুর খেতাব প্রত্যাখ্যান করেছি ; আমাদের সন্তান

এই লতি। দেশের এই দুর্দ্দিনে ওর মন যে টানবেই মা। এ যে রক্তের ডাক; এ ডাকে ও সাড়া না দিয়ে পারবে না।

সবিতা—কিন্তু বাবা, ও যে আমার একমাত্র সন্তান!

দাদু—আমি প্রাচীন মা, আজ আমি অন্ধ; তবু মনে প্রাণে আজ আমি তরুণ, বাবা যখন মারা যান, আমি তখন পথের ভিখারী। ভাগ্যান্বেষণের জন্য সারা পৃথিবী আমার ঘুরে বেড়াতে হয়। সারাটা জীবন ভারতবর্ষের বাইরে কেটে গেল, তাই বাঙ্গালীর মজ্জাগত মনোভাব আমাকে কাবু করতে পারে নি। তাই আমি বলি সন্তানকে বুকে টেনে নাও মা; কিন্তু ন্যায়ের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের জন্য, সে সন্তান যদি বুক ছিঁড়ে চলে যায়, আবার বুক বাঁধতে হবে মা; কাতর হলে চলবে না।

সবিতা—কিন্তু ও ছাড়া আর যে আমার কেউ থাকবে না বাবা!

দাদু—তুমি মা; তুমি কাতর হয়ে যদি কাঁদ, তবে তোমার সন্তানের অমঙ্গল হবে। —কিন্তু তুমি যদি আত্মবিশ্বাস-পরায়ণা হয়ে তোমার সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, সে আশীর্ব্বাদ তার অক্ষয় রক্ষাকবচ হয়ে থাক্‌বে।

সবিতা—তবে তাই হোক, বাবা!

(ধীরে প্রস্থান)

দাদু—(স্বগতঃ) বুকটা যেন কাঁপছে! না না, ওসব হবে না...ওসব হলে চলবে না.........

ষষ্ঠ দৃশ্য

(স্থান—৩৭নং, হরিশ সরকার রোড—ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ, অন্ধকারময়। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি ভাঙ্গা টেবিল, তাহার উপর একটি ঘড়ি, এ্যালার্ম দেওয়া আছে আটটা। টেবিলের চারপাশে কটি পুরানো টিনের চেয়ার আছে। ঘরের চুণ বালি প্রায় খসিয়া গিয়াছে। ঘরের জানালা নাই, একটি মাত্র দরজা, দরজা বন্ধ, তাহার গায়ে লাগান সিঁড়ি। ঘরের মধ্যে একটি পুরানো আলমারি, তাহার দু একটি কাঁচভাঙ্গা। চতুর্দিকে একটি বিশ্রী ভীতিপ্রদ আবহাওয়া।)

(একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন বিপ্লবী সূর্যকান্ত সেন—শাদা সার্ট ও ধুতী পরনে, খালি পা, চুলগুলি উস্কোখুস্কো।)

সূর্যকান্ত—(টেবিল হইতে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া)—অশিক্ষায়, অনাচারে, দেশ আজ দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠেছে। পরাধীনদের জ্বালা সইতে পারি না! কিন্তু তবু নিজের দেশের লোককে বিশ্বাস করতে বাধা লাগে। মনে হয়, মীরজাফরের প্রেত সারা বাংলার লোককে ভর করে রেখেছে। (পায়ের শব্দ—সূর্যকান্ত ছাদের দিকে চাহিলেন)—পায়ের শব্দ!...না, বিশ্বাস করতে বাধে; অথচ না করেও পারি না। (আলমারী হইতে একটি বাক্স আনিলেন ও তাহার মধ্য হইতে একটি পিস্তল লইয়া কোমরে গুঁজিলেন। ঘড়িতে আটটার এ্যালার্ম বাজিল—সংগে সংগে দরজায় সন্তোষকে দেখা গেল তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া সূর্যকান্ত পিস্তলের বাক্স যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন)

সন্তোষ—আমি এসেছি! (তাহার গলা কাঁপিয়া গেল)

সূর্য—(চমকিয়া) কে?

সন্তোষ—আমি।

সূর্য—ওঃ ! এস, বস এখানে ; আমি একটু বাইরে যাব। একবার দেখে আসতে হবে ।

(প্রস্থান)

সন্তোষ—(বাইরের দিকে চাহিয়া একটু পরে আস্তে আস্তে উঠিল । দরজার কাছে গিয়া)—মিঃ রায় !

(মিঃ রায়—পুলিশ অফিসারের প্রবেশ)

মিঃ রায়—কি ব্যাপার সন্তোষবাবু, হবে ত ?

সন্তোষ—নিশ্চয়ই ; এই দরজার বাইরে যে দরজা আছে, ওটা দিয়ে আর একটা পাশের ঘরে যাওয়া যায়। আপনারা এখানে থাকুন। দরকার হলেই, আমি বাঁশি বাজাব।

মিঃ রায়—আচ্ছা।

সন্তোষ—ওই পায়ের শব্দ ! যান্, সরে যান।

(মিঃ রায়ের বেগে প্রস্থান)

নাঃ, রিভলবারগুলো সরাতেই হবে।

(আস্তে আস্তে বাক্সটি আলমারী হইতে লইয়া আলমারীর তলায় রাখিল)

না, না, আমি মরতে পারব না। সতী, সতীকে ছেড়ে আমি মরতে পারব না। (শব্দ—সন্তোষের চমক)—কে ? (ভীতভাবে দরজার দিকে গমন)—ওঃ চামচিকে ! আমি গুপ্তচর !······যারা এই সোণার দেশকে······পেটের দায়ে···কেউ বুঝবে না !······কে ? কে ? উঃ, কি সাংঘাতিক আবহাওয়া ! নাঃ সাহস রাখতে হবে······কে ? কে ?

(সূর্যকান্ত প্রবেশ করিলেন)

সূর্য—হাঃ হাঃ হাঃ !

(দরজায় দাঁড়াইয়া সূর্যকান্ত উন্মাদের মত হাসিতেছেন)

সন্তোষ—(ভীত ভাবে) অঁ্যা···অঁ্যা···আপনি ?

সূর্য—হ্যাঁ! এত সহজে ভয় পেয়ে যাচ্ছ? তোমাকে বড় অস্থির দেখাচ্ছে সন্তোষ। তুমি কিছু করেছ?

সন্তোষ—না না, সত্যি বলছি, আমি কিছু করিনি।

সূর্য—একি; সন্তোষ! তোমার গা কাঁপছে কেন? তবে কি তুমি পুলিশের গুপ্তচর! তোমার পরামর্শে আমি এখানে মিটিং করব ঠিক করেছি। তুমি······

সন্তোষ—না না, আমায় বিশ্বাস করুন—আপনি আমায় বিশ্বাস করুন!

সূর্য—হ্যাঁ, বিশ্বাস করব বই কি! বিশ্বাস করব বই কি! বিশ্বাস করতে পারেনি বলে, আওরঙ্গজেবের দিল্লীর সিংহাসন টল্‌মল্‌ করে উঠেছিল।—কিন্তু তবু যেন সন্দেহ······সন্দেহ······আজ সারাদিন কি এক অকারণ সন্দেহে আমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে, বুক কেঁপে উঠছে।

সন্তোষ—ও আপনার মনের ভুল।

সূর্য—আমার মনের ভুল! হয়ত তাই। কিন্তু, বিপ্লবী সূর্যকান্ত সেনের এ দুর্ব্বলতা······না······!

(লতিকা ও অলকের প্রবেশ)

সন্তোষ—আসুন কমরেড বাসু, আসুন!

অলক—আমাদের কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেছে। (সূর্যকান্ত নীরব) একটু প্রয়োজনীয় কাজ ছিল কিনা।

সূর্য—চুপ কর; তাহলে আজ থেকে তোমরা তিন জন এই রক্ত সংঘের সভ্যা এবং সভ্য হতে রাজী আছ?

সকলে—হ্যাঁ।

সূর্য—কিন্তু এর যথারীতি সভ্য হতে গেলে, আগে তোমরা যে কর্ম্মক্ষম তার প্রমাণ দিতে হবে।

লতিকা—আমরা রাজী।

অলক—আপনি বলুন, কি করে আমরা যে সক্ষম তার প্রমাণ দেব।

সূর্য—ব্যস্ত হও না। অকারণ ব্যস্ততা বুদ্ধি এবং ইচ্ছার প্রাখর্য সম্বন্ধে সন্দেহ আনে। এই যে যারা হুজুগে মেতে ইটের সাহায্যে শাসককে তাড়াবে বলে লেগেছে, ওরা দেশকে ভালবাসে না—সে কথা আমি বলি না। ওরা দেশের স্বাধীনতা চায়—স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে সচেষ্ট নয়। ওরা প্রয়োজন হলে ডিফেন্স কমিটি করতে ব্যগ্র হয়, কিন্তু শরীর মনের স্বাস্থ্য ফেরাবার কথা চিন্তাও করে না। ভাবে………

লতিকা—তবে কি আপনি রক্তপাতকে ভয় করেন ?

সূর্য—(আত্মস্থভাবে) রক্ত………রক্ত………রক্ত চাই ! বিদেশী শাসক আমার জাতির ধমনীতে ছুরিকাঘাত করে, পলে পলে রক্ত শোষণ করে আমাদের মৃত প্রায় করে ফেলেছে। সে রক্তকে উদ্ধার করতে হলে, রক্তের বদলে চাই রক্ত ; আর তার জন্য চাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের দেশে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আছে, ওরা তা পারছে না। তাই আমরা নোতুন ভাবে সংঘবদ্ধ হতে চাই বৈজ্ঞানিক উপায়ে।

লতিকা—আমাদের সে ক্ষমতা প্রমাণ করবার সুযোগ দিন।

সূর্য—নিশ্চয় দেব, (উঠিয়া আলমারি হইতে একটি ব্যাগ আনিলেন) এতে লোহা কাটা করাত, এসিড ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। আজই রাত্রে তোমরা চলে যাও। বর্ধমানের পরের ষ্টেশনে টেলিগ্রাফের তার সমস্ত কেটে দিয়ে কাল সকালে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো এখানে।

অলক—বেশ তাই হবে।

সূর্য—(হাত তুলিলেন)।

সন্তোষ—আমায় কি করতে হবে বলুন ?

সূর্য— তোমায় আজই সংঘের সভ্য করে নেব। তারপর তোমার কাজ হবে দেশের তরুণ ও তরুণীদের এই সংঘের সভ্য নির্বাচন করা। অতি কঠিন কাজ তোমায় দেব সন্তোষ ; তার আগে বুকের রক্ত দিয়ে কটি সর্তে তোমায় স্বাক্ষর করতে হবে।

সন্তোষ—বাইরে কিসের শব্দ হচ্ছে।

সূর্য—তোমরা বস ; আমি এখনি আসছি।

অলক—আমরা যাব ?

সূর্য—বস, আমি এখুনি আসছি। তারপর······ [প্রস্থান।

অলক—বুকের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ এসেছে সন্তোষবাবু। মনে হচ্ছে, দেহের প্রতি রক্ত কণায় যেন জোয়ারের বেগ এসেছে।

সন্তোষ—আপনার মত সকলে যদি দেশের ডাকে এমন করে ছুটে আসে তবে ভারত মাতার শৃঙ্খল খুলতে আর দেরী হবে না, কমরেড চৌধুরী। (বাঁশীতে ফুঁ দিল)

(সংগে সংগে দুজন পুলিশ অফিসারের প্রবেশ—অলক সহসা ছুটিয়া পলাইয়া গেল)

লতিকা—পুলিশ ! (তাড়াতাড়ি ব্যাগটি তুলিয়া লইল)

মিঃ রায়—মিঃ ঘোষ ; যান, যান, ওকে ফলো করুন। ওকে এ্যারেষ্ট করতেই হবে। (রায় লতিকাকে আটকাইয়া দাঁড়াইল)

লতিকা—একি সন্তোষবাবু, আপনি·········তুমি স্পাই ! আমার গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল ; কেবল বিপ্লবী সূর্যকান্ত সেনের অনুচর বলে তোমায় কিছু বলিনি।

রায়—(লতিকাকে) তোমার নাম কি ? (হাত ধরিল)

লতিকা—আমার হাত ছেড়ে দিন।

রায়—কথার জবাব দাও।

লতিকা—জবাব দেব ; ভদ্র হয়ে কথা কন্। আমাকে অপমান করবার কোন অধিকার আপনার নেই।

রায়—(হাত ছাড়িয়া) তরুণী যুবতী তুমি ; অন্ধকার রাতে একলা এক যুবকের সংগে এই নির্জন বাড়ীর মাটির তলায় ঘরে বসে আছ তুমি। ভদ্র ব্যবহার আশা করতে তোমার লজ্জা করে না ?

লতিকা—Shut up you dog.

সন্তোষ—কি করছেন, মিঃ রায় ? ওঁকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুখ বন্ধ করে কনেষ্টবলদের হাতে দিয়ে দিন, পাণ্ডা এলো বলে ; তাকে এ্যারেষ্ট করতে হবে ত !

রায়—ভাল চাও ত আমার সংগে এস।

[লতিকা চলিল।

সন্তোষ—আঃ, কি করছেন মিঃ রায় ? ব্যাগটা সংগে নিন্। ওতে এ্যাসিড, লোহা কাটা করাত সব রয়েছে। ওঁরা রেলওয়ে তার কাটতে যাচ্ছিলেন, তা প্রমাণ হবে কি করে ?

[মিঃ রায়ের ব্যাগ ও লতিকাকে লইয়া প্রস্থান]

সন্তোষ—তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়ুন—দেখবেন, উনি যেন চেঁচিয়ে না ওঠেন। যান্, যান্……

[মিঃ রায়ের প্রস্থান।

[সূর্যকান্তের বেগে প্রবেশ]

সূর্যকান্ত—সন্তোষ ! সন্তোষ ! মনে হল……না না, আমি দেখিছি কে কাকে যেন তাড়া করে নিয়ে গেল। মনে হল, অলক। তবে কি পুলিশ……অ্যাঁ ! অলক, লতিকা কোথায় ? সন্তোষ !

সন্তোষ—(ক্রুর হাসি)

সূর্য—ওকি……তবে, সন্তোষ…তুমি !

[সন্তোষ বাঁশী বাজাইতে উদ্যত]

সূর্য—শয়তান! [তাহার হাত হইতে বাঁশী কাড়িয়া লইল—ধ্বস্তাধ্বস্তি]

সূর্য—[কাড়িয়া লইয়া]—শয়তান! তোমায় আমি কুকুরের মত গুলি করে মারব। [ছুটিয়া আলমারির কাছে দেখিয়া]—একি, আমার রিভলভারের বাক্স? সন্তোষ, সত্যি বল···আমার হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে না। [সন্তোষ পলাইতে উদ্যত—তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া] —কেন এ'কাজ করলে? অপদার্থ, কেন এ'কাজ করলে? রিভলভার সরিয়ে রেখে ভেবেছ, বেঁচে যাবে। তা'হবে না; এক আছাড়ে আমি তোমায় সাবাড় করে দেব।

সন্তোষ—না না না, আমায় মারবেন না। আমার স্ত্রীর যক্ষ্মারোগ হয়েছে; তার···দিনরাত মুখে রক্ত উঠছে···মরে যাবেই···(নীরব) লোকের দোরে দোরে ঘুরেছি টাকার জন্য, কেউ দেয়নি; দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। শেষে এই হীন কাজ···আমি জানি সে মরে যাবেই···কিন্তু আমি যদি মারা যাই, সে···আমার সতী···

সূর্য—সন্তোষ! সন্তোষ! একটা মরণাপন্ন নারীর ক্ষনিক সুখের জন্য··· [এক বিষাক্ত অগ্নিময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল]—অলক, লতিকা কোথায়?

সন্তোষ—পুলিশ এ্যারেষ্ট করেছে।

সূর্য—তাহলে পুলিশ এসেছে এখানে! [পলাইতে উদ্যত] (দরজার কাছে মিঃ রায়।)

রায়—কোথায় পালাবে বন্ধু—সারা বাড়ীটা পুলিশ ঘেরাও করেছে।

সূর্য—হাঃ হাঃ হাঃ [উম্মাদের অট্টহাসি]।

রায়—hands up সূর্যকান্ত! কুখ্যাত বিপ্লবী সূর্যকান্ত সেন!

সূর্য—হাঃ হাঃ হাঃ—[অট্টহাসি]

রায়—hands up সূর্যকান্ত! মহামান্য সম্রাটের নামে আমি তোমায় গ্রেপ্তার করলাম।

সূর্য—অত সহজে নয় বন্ধু! বিপ্লবী সূর্যকান্ত সেন জীবনে কারুর বন্দীত্ব স্বীকার করেনি কোনদিন। দেশ জননীর স্নেহের বন্ধন ছাড়া আর কোন বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে নি।

[হঠাৎ রিভলভার বাহির করিয়া]—বিদায় বন্ধু!

রায়—পিস্তল নামাও!

সূর্য—শোন বন্ধু! আমি পণ করেছিলাম—আমার পর-পদানত ভারতকে স্বাধীন করব। রক্তের পথ আমি বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু হলনা—হোতে দিল না, ব্রিটিশের গোলাগুলি নয়—আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর লোক বলে যারা গর্ব করে, রাজার উচ্ছিষ্ট ভোজী সেই স্বার্থপর লোলুপ কুকুরের দল।

বিদায় বন্ধু! [গুলী করিয়া আত্মহত্যা।

[রায় ছুটিয়া সেইদিকে গেল। সন্তোষ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া—তাহার মুখে উজ্জ্বল আলোকপাত]

সপ্তম দৃশ্য

[প্রফেসর সেনের ল্যাবরেটরী—প্রফেসর সেন একা বসিয়া একটা গবেষণায় ব্যস্ত রহিয়াছেন। তিনি একবার আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন ; অন্যবার পরীক্ষানলের নিকট গমন করিতেছেন ; আবার অস্থির হইয়া পায়চারি করিতেছেন। বকযন্ত্রস্থ তরল পদার্থের স্ফীতি অনুভব করিলেন]

সেন—না না, হল না ; আমায় আবার পরীক্ষা করতে হবে।

[একটি টিউব তুলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন ; হঠাৎ সজোরে দরজায় ধাক্কা—সহসা নলটি পড়িয়া গেল]

সেন—কে ?

[অলক ভিতরে প্রবেশ করিল, তাহার চুল অবিন্যস্ত—কাপড় আঁটিয়া পরা—পায়ে জুতা নাই।]

অলক—স্যার!

সেন—একি, অলক তুমি? এভাবে?

অলক—পুলিস আমায় তাড়া করেছে।

সেন—সেকি?

অলক—আমি আর লতিকা এক বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলাম। কাল গোপনে মিটিং ছিল, হঠাৎ পুলিস হানা দিয়ে······

সেন—সেকি? লতিকা কোথায়?

অলক—আমি জানি না, স্যার। এখুনি পুলিশ এসে পড়বে।

সেন—তুমি কাঁপছ কেন? পুলিস আসবে, তাতে হয়েছে কি? তুমি ধরা দেবে!

অলক—কিন্তু ফাঁসি—জেল·····

সেন—যে কাজ করতে নেমেছ, তার ফলাফল ভাবনি তুমি? উঃ, সমস্ত জাতটা এই দোষে গেল। তুমি ভীরু, অপদার্থ, আমি তোমাকে ও সবে যোগ দিতে নিষেধ করেছিলাম; তুমি তবু তা করেছ। আমি বাধা দিই নি; কারণ আমি জানি, পরাধীনতার অবসানের জন্য ও সবের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে নিষ্ঠা, সে তেজ তোমার কোথায়? তুমি গেছ দেশ স্বাধীন করতে! পুলিসের একটা রুলের গুঁতোর এত ভয়! বৈজ্ঞানিক তুমি, কেন তুমি অনধিকার চর্চ্চা করলে?

অলক—আমায় বাঁচান স্যার। কাল সারা রাত্রি ছুটে বেড়িয়েছি। পুলিস এখুনি এসে পড়বে। তারা হয়ত আমায় এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে। আমায় বাঁচান স্যার, তা নইলে বাবা···স্যার!

সেন—বাঁচাব!······বাঁচাব!······ওঃ, কিন্তু কি করে বাঁচাব?

অলক—আমায় লুকিয়ে ফেলুন। পুলিস এলে আপনি বলবেন, আপনি জানেন না। আপনার কথা তারা অবিশ্বাস করতে পারবে না।

সেন—মিথ্যা!

অলক—স্যার……!

সেন—এই জন্যই বার বার করে চীৎকার করি, মন তৈরী না হলে কোন কাজে নেব না। ওতে কাজের চেয়ে অকাজ বেশী হয়।

অলক—স্যার, ঐ পায়ের শব্দ হচ্ছে। তারা এল…

সেন—ওঃ, তুমি চট করে গিয়ে ঐ প্যাকিং বাক্সগুলোর মধ্যে বসে থাক। আমি ব্যবস্থা করছি।

[অলকের বেগে প্রস্থান]

সেন—বেচারী! দেশপ্রেমটা খেয়াল নয়—এটা কেউ বুঝলে না!

বাহিরে—May I come in Sir?

সেন—Come in!

ঘোষ—আপনাকে বিরক্ত করতে আমরা বাধ্য হলুম বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার।

সেন—এত সহজেই দুঃখিত হয়েছেন?

ঘোষ—ও কথা থাক, স্যার! আমাদের লোক দেখেছে, এক পলাতক আসামী আপনার বাড়ীতে ঢুকেছে।

সেন—না।

ঘোষ—আমাদের লোক দেখেছে।

সেন—বেশ, তবে খুঁজে দেখুন। আচ্ছা, আসামী বোধ হয় পলিটিক্যাল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট?

ঘোষ—আপনি কি করে বুঝলেন?

সেন—পুলিশের ব্যবহার জানি কিনা।

ঘোষ—আপনি অপমান সূচক কথা বলছেন, স্যার।

সেন—নিজে শক্তিহীন হলেও, অপরের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠলে মান সম্ভ্রম বোধটা একটু উগ্র হয়ে থাকে।

ঘোষ—আপনার বাড়ীখানা তল্লাসী করব।

সেন—শক্তি যখন হাতে পেয়েছেন, নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার করবার এতবড় সুযোগটা ছাড়বেন কি করে বলুন? নিন্, যান্, খুঁজে দেখুন।

[মিঃ ঘোষ ও অনুচরের অন্দরে প্রস্থান ও কিয়ৎ পরে প্রবেশ]

সেন—খুঁজেছেন? আশা করতে পারি কি, আমার ঘর দোর আবার সুশৃঙ্খল করতে দু'দিন ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে পারব না?

ঘোষ—ক্ষমা করবেন স্যার, রাজকার্যের জন্য নয়, আপনার বাহাদুরি দেখাবার জন্য; অবশ্য একথা স্বীকার আপনাকে করতে হবে না, কারণ সে সৎসাহস সাধারণ মানুষের নেই।

ঘোষ—গালাগালির সীমা একটু ছাড়িয়ে যাচ্ছে নাকি স্যার?

সেন—মুর্খ তুমি; তুমি কি করে জানবে, বৈজ্ঞানিক যখন ল্যাবরেটারীতে থাকে, তাঁকে বিরক্ত করতে যমও সাহস করে না।

ঘোষ—আমি আবার মাপ চাচ্ছি।

সেন—না না, বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোন ফল নেই। যাও···

[প্রস্থানোদ্যত]

অনুচর—স্যার! ঐ প্যাকিং বাক্সটা নড়ে উঠেছে।

ঘোষ—তাই নাকি! [ছুটিয়া গিয়া তুলিল—অলক বাহির হইল] একি, এখানে! এই, পাকৃড়ো—[হাতকড়ি পরাইল] তারপর, প্রফেসর! বড় বড় কথা বলছিলেন, এদিকে এমন শয়তানি বুদ্ধি!

সেন—শয়তানের সঙ্গে কথা কইতে গেলে, আগে থাকতে শয়তান সাজতে হয়।

ঘোষ—চুপ করুণ। এই হাতকড়ি লাগাও।

অলক—স্যার আমার জন্য ইনি······

সেন—চুপ কর অলক, মিথ্যে স্ত্রীলোক সুলভ কাঁদুনি গেয়ো না। আমি যা করি, তার ফলাফল ভেবেই করি; কাজেই তোমার

যখন আশ্রয় দিয়েছি, তখন জেলের কথা আমি ভাবিনি—তা ভেবো না।

ঘোষ—চুপ করুন, প্রফেসর !

সেন—এর মধ্যে ! বেশ লাগছে না—দেশ বিখ্যাত প্রফেসর সেনকে ধমকে থামাচ্ছে !

ঘোষ—এই, থানামে লে চল।

সেন—[মৃদুহাসি]

[শশব্যস্তে অলকের পিতা অবনীবাবু প্রবেশ করিলেন]

ঘোষ—একি, অবনীবাবু ! আপনি এখানে…?

অবনী—ওকি, প্রফেসর সেন ! তোমার হাতে হাতকড়া, আর অলক ! ওঃ, তুমি প্রফেসর, তুমি আমার ছেলেকে দিয়ে কি কাজ করিয়েছ, যে পুলিশ এসে তার হাতে হাতকড়া দিয়েছে। অবনী চৌধুরীর ছেলের হাতে হাতকড়ি…!

সেন—আর, প্রফেসর সেনের হাতে হাতকড়ি—আপনার চোখে লাগল না ?

ঘোষ—অবনীবাবু, ঐটী আপনার ছেলে নাকি ?

অবনী—কি ব্যাপার মিঃ ঘোষ, একে আপনি আটকালেন ?

ঘোষ—এ আপনার ছেলে ?

অবনী—মিঃ ঘোষ, আমায় বাঁচান ! আমার ছেলে যদি জেলে যায়, সমাজে আমার মুখ তুলবার জো থাকবে না। আপনি যা চান, তাই দেব।

ঘোষ—আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এই, বাবুর হাতের হাতকড়া খুলে দাও ; আর এঁকে…?

অবনী—তা আমি কি জানি ?

ঘোষ—বেশ ! এই, সাহেবকো থানামে লে চল।

[পাহারাওয়ালা ও মিঃ ঘোষের সহিত হাতকড়িবদ্ধ প্রফেসর সেনের প্রস্থান]

অলক—বাবা, প্রফেসর সেনকে ধরে নিয়ে গেল, তুমি কিছু বললে না ?

অবনী—না।

অলক—কেন, বাবা? তুমি একটা কথা বললেই……

অবনী—ঐ জন্যেই বললুম না। আমরা একটা কথা বললেই গরীবের অনেক উপকার, কিন্তু একটাও বলি না। এই জন্যেই সাধারণ লোকে আমাদের এত সম্মান করে।

অলক—আমাকে আর পুলিশ ধরবে না?

অবনী—তুই কি পাগল নাকি? অবনী চৌধুরীর ছেলেকে ধরলেই হল! কিন্তু এ ভাবে তুমি কখনও বাপে-খেদানো, মায়ে-তাড়ানো স্বদেশীদের দলে যোগ দিও না। ওরা কখনও দেশ স্বাধীন করতে পারবে না; আর যদি করে, আমরাও ফল ভোগ করব…বুঝেছ!

অলক—পুলিশকে আমায় ছাড়ানোর জন্য কত দেবে?

অবনী—কত আর—হাজার দুই!

অলক—ওরা নেবে?

অবনী—নেবে না? জোড়া পাঁটা ঘুষ দিলে বাবা পঞ্চানন পর্য্যন্ত বশ হয়। আয়, বাড়ী যাই।

[মঞ্চ অন্ধকার—শোনা যায়]

বিচার হয়ে গেল—আদালতে লোকে লোকারণ্য। প্রমাণ হয়ে গেল—বিপ্লবী প্রফেসর সেন আর তাঁর সহকর্ম্মিণী লতিকা বসু, বিখ্যাত বিপ্লবী সূর্য্যকান্ত সেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, অভিজাত বংশের সন্তান অলক চৌধুরীর সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। পুলিস বিভাগের কৃতিত্বের জন্যই এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি সার্থক হয়নি। অভিজাত সন্তান জেলের কলঙ্ক থেকে বেঁচে, নিষ্কলঙ্ক কাঁচা সোণা হয়ে রইলেন; আর সকলের মাঝখান দিয়ে জেলে গেলেন প্রফেসর সেন আর লতিকা বসু দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্য।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে)

(প্রফেসর সেনের ল্যাবরেটরী—প্রফেসর কেমিষ্ট্রীর একটী পুস্তক
পাঠ করিতেছেন—উঠিয়া ধীরে পরিক্রমণ—মাথার চুল
অবিন্যস্ত···ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দাঁড়াইলেন।)

প্রফেসর—হ্যাঁ, এই চাই !···পরাধীনতার বাঁধন গেছে খুলে ; তাই বাঁধনখোলা মানুষ মুক্তির উচ্ছ্বাসে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। এসেছে ধ্বংসের প্লাবন। এর জন্য চাই কঠিন হাতে শৃঙ্খলা বিধান। মুক্ত হল পুণ্য, সাথে সাথে মুক্তি পেল পাপের বিরাট সমারোহ। পুণ্য আজ হতচেতন ; শক্তি চাই—পাপকে ধ্বংস করবার শক্তি চাই ; অহিংসায় এ হয় না, হবেও না।

(ছুটিয়া গিয়া একটী যন্ত্র টিপিলেন—একটু দূরে শব্দ হইল)

···কিন্তু···কে ?

(ধীরে ধীরে লতিকার প্রবেশ)

প্রফেসর—একি তুমি ! তুমি কবে ছাড়া পেয়েছ বাসু ?

লতিকা—অনেকদিন।

প্রফেসর—আর আমি কিছু টের পাইনি ?

লতিকা—আপনি এসেছেন, এও ত আমি টের পাইনি !

প্রফেসর—মুক্তি-সাধিকা তোমরা, তোমাদের বন্ধন গেছে খুলে। জেল থেকে বেরিয়ে তাই দেখবার জন্য সারা ভারত ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

লতিকা—আপনি ভাল আছেন স্যার ?

প্রফেসর—ভাল !···হ্যাঁ, আমি ত কোনদিন খারাপ থাকিনা বাসু ; ও প্রশ্ন আমায় কেন ?

লতিকা—না স্যার, আপনি ভাল নেই। আপনার চোখমুখ সাক্ষ্য দিচ্ছে, আপনি যেন ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন কি একটা পাবার জন্যে। আপনার যেন একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে !

প্রফেসর—সত্যি বাসু, জেলের আবহাওয়া আমার মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন এনে ফেলেছে। সারা দেশ ঘুরে আমি যা দেখেছি, তাতে আমার সেই একাগ্রতা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

লতিকা—আপনি ব্যাক্‌ট্রিওলজি ছেড়ে দিয়েছেন ?

প্রফেসর—হ্যাঁ···আমি বৈজ্ঞানিক। আমি ভেবেছি, যা কিছু করব সব যেন স্বাধীন ভারতের মুক্তির প্রতিবন্ধককে সরিয়ে দিতে পারে।

লতিকা—স্যার ! আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। বিদেশীর সাহায্য না হলে এতদিন সে চলতে পারত না। আজ তাকে নিজের পায়ে চলতে হবে। সব কিছুর জন্য চাই নবতম প্রচেষ্টা, ব্যাধির প্রতিকার—অষুধ আবিষ্কার।

প্রফেসর—আমি জানি, ব্যাক্‌ট্রিওলজি'র রিসার্চের কত প্রয়োজন। আমি জানি বাসু, সব জানি। কিন্তু যখন মনে হয়, ক্লীব স্বার্থসিদ্ধিপরায়ণ একদল লোক দেশের বুকে বসে, তাকে নোতুন করে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, আমি যেন অন্য কিছু ভাবতে পারি না। আমি যেন·····

লতিকা—আমি বলতে সাহস পাচ্ছি না, স্যার !—তবু মনে হয়, আপনার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

প্রফেসর—না না, বাসু ! তুমি আমাকে এখন বিশ্রাম নিতে বলো'না।

আমি জানি আমার সে শান্ত সমাহিত ভাব আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি চঞ্চল।—একটা কিছু করবার জন্য আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেছি।

লতিকা—স্যার!

প্রফেসর—তুমি জান বাসু, আমি কথা বলতে ভালবাসতুম না; কিন্তু জেলের পাঁচটা বছর আমি শুধু ভেবেছি। আজ তাই কত কথা আমার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

লতিকা—আবার আমাকে আপনার ছাত্রী করে নিন্। আমি রিসার্চ করব আপনার অধীনে।

প্রফেসর—তোমরা আমার ছাত্র-ছাত্রী বাসু; তোমরাই আমার সব। তোমরা আমাকে সাহায্য করবে বৈকি। হ্যাঁ, ভাল কথা—তোমার দাদু কেমন আছেন?

লতিকা—দাদু এখানে এসেছেন।

প্রফেসর—কই, কোথায় তিনি?

লতিকা—গাড়ী থেকে নামতেই তাঁর এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন। কাছে ড্রাইভার আছে; কথা শেষ হলেই এখানে দিয়ে যাবে।

প্রফেসর—অলকের কি খবর? একদিন দেখা হয়েছিল। আসতে বলেছিলাম, এসেও ছিল। কিন্তু কেমন যেন বদলে গেছে। তাকে যেন চেনা যায় না। বেশীক্ষণ থাকেনি, আর সে আসে না—

লতিকা—আমি আজই তাদের বাড়ী যাব। আপনি এখন কি নিয়ে গবেষণা করছেন স্যার?

প্রফেসর—গবেষণা! গবেষণা করতে আর পারি কই? যখনই কিছু করতে যাই, তখনই মনে হয়, যে স্বাধীনতা পাবার জন্য লক্ষ

শহীদ আত্ম বিসর্জন করল, লক্ষ শহীদের বুকের রক্তে পুণ্যভূমি হল রক্তাক্ত, এই কি সেই স্বপ্নলোকের স্বাধীনতার ছবি! ভাববিলাসী উদার মহানুভব নেতার ক্লীব-রাজনীতি, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের রক্ত পিপাসার উদ্দামতা—এসব থামাতেই হবে। তা না'হলে স্বপ্নের স্বাধীনতা আবার স্বপ্নেই মিলিয়ে যাবে।

লতিকা—স্যার!

প্রফেসর—আমি ভাবতে পারি'না বাসু, আর ভাবতে পারি'না। মনে হয়, মস্তিষ্কের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে; আমি হয়ত অজ্ঞান হয়ে যাই।

লতিকা—আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন স্যার; আমি আপনাকে নিয়ে···

প্রফেসর—না না, বাসু! রাজার কারাগারে বহুদিন বিশ্রাম করলাম। অভিজ্ঞতার জন্য সারা ভারত ঘুরেছি; আমি এখন কাজ করতে চাই। কাজ করতে না পেলে, আমি হয়ত মরে যাব।

লতিকা—তবে কাজেই মনোযোগ দিন স্যার; মিথ্যে অন্য কথা চিন্তা করে······

প্রফেসর—আমি জানি বাসু ওসব চিন্তা করে কষ্ট পাওয়া এবং নিজের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছুই হয় না। তবু থামতে পারি না, মনের মধ্যে···জান বাসু, এমন বিস্ফোরক তৈরী করব ···কিন্তু কেমিক্যাল নেই···কে দেবে?

লতিকা—আমি চেষ্টা করব স্যার, আমি আপনাকে সমস্ত যোগাড় করে দেব।

প্রফেসর—তুমি দেবে বাসু, তুমি দেবে? আমি তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেব······

লতিকা—ধন্যবাদ কেন দেবেন স্যার? আমি আপনার ছাত্রী। আপনার এই সামান্য কাজটুকু যদি আমি না করি···

প্রফেসর—প্রচুর নাইট্রেট যদি পাই, আমি কৃতকার্য্য হব। কিন্তু বাসু, আমি দমি না। যদি না পাই, আমি দমব না। এই দেখ…

(একটি টিউবে মাটি দেখাইলেন)

লতিকা—একি, স্যার !

প্রফেসর—মাটি …এই মাটির মধ্য থেকে আমি নাইট্রেট-এক্‌স্‌ট্র্যাক্ট টেনে বার করবই…

(দাদু—মিঃ বাসু প্রবেশ করিলেন)

দাদু—আরে প্রফেসর, অত চেঁচিয়ে কথা কইছ কেন? এই দেখ, আপনি দেশপূজ্য ব্যক্তি, আপনাকে 'তুমি' বললুম। বয়সের ধর্ম !

প্রফেসর—এইত ঠিক ! আপনি আমায় "তুমি"ই বলবেন।

দাদু—কিন্তু ঘরের আবহাওয়াটা তেমন সুবিধা বোধ হচ্ছে না দিদি। নানা, আমি অন্ধ …কিন্তু আমার অনুভব করবার শক্তি'ত হারায়নি ভাই। যদি বিরক্ত না হও ভায়া, আমি একটা কথা প্রপোজ করি।

প্রফেসর—কি কথা দাদু ?

দাদু—এখন তোমাদের ভাল লাগবে না জানি, কিন্তু এখন যদি একটু খানি গান…

প্রফেসর—ওইত রেডিও রয়েছে। দাঁড়ান, আমি চালিয়ে দিচ্ছি।

দাদু—তুমি বৈজ্ঞানিক হতে পার ভায়া, বিদ্বান হতে পার, কিন্তু বুদ্ধি তোমার এতটুকু নেই। কে তোমার কলের গান শুনতে চায় ? আমি দিদির কথা বলছিলাম।

লতিকা—আমার এখন গান গাইতে ভাল লাগছে না দাদু।

দাদু—না ভাই, এইত গানের সময়। শ্রীরাধা কখন গান গাহিত জানিস ? যখন শ্রীকৃষ্ণ…

লতিকা—থাক্ থাক্, গান আমি গাইব ; কিন্তু এই ল্যাবরেটারী—বৈজ্ঞানিকের কর্মকুঞ্জ—এর মধ্যে গানটা কেমন ?

দাদু—তাতে কি হল? কলা শিল্পীর সঙ্গে বিজ্ঞান সন্ধানীর কোন যোগ নেই—তোদের শিক্ষা কি এই কথা বলে?

লতিকা—বেশ আমি গাইছি—

তোমার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে
ঘুম এলো মোর নয়নে
মুদে গেল হায় দুটি আঁখি পাতা
বেদনা জড়ানো বয়ানে।
(ওগো) উদাসী পথিক তব পাষাণ হিয়া
নীরব রহে মোরে বেদনা দিয়া
কেন অকরুণ ভোলালে আমায়
তব চিত্তের পরশনে।
তোমার নয়নে জগতের আলো
তাইত তোমারে লেগেছিল ভালো
একি অপরাধ—ওগো উদাসীন,
অন্তর দহে যাতনে।

দাদু—এ গান গাইলি কেন দিদি?

লতিকা—ইচ্ছে করে গাইনি দাদু, হঠাৎ বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে।

প্রফেসর—ঠিক শান্তি পেলুম না বাসু, আমি চঞ্চল, কিন্তু আমার যাত্রাপথের শেষ সীমার দিকে লক্ষ্যস্থির। আমি হয়ত হড়্‌কে যাব; তবু স্খলন যদি হয়, যেতে যেতেই হবে। কিন্তু তুমি যেন বসে পড়লে বাসু মাঝ পথে।

লতিকা—না স্যার, সামান্য একটা গান শুনে এ ধারণা করবেন না।

দাদু—দিদি, গানটা সামান্য হতে পারে, কিন্তু গায়িকার গলার স্বর তার মনের ভাবকে···

লতিকা—তুমি থাম দাদু, যা'তা পাগলের মত বকো না। বাঙ্গালী

জাতটা ভারী সেন্টিমেণ্টাল। এতদিন পরে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কোথায় একটু আনন্দ করব, তা নয়—কেবল যা'তা কথা।

প্রফেসর—বাস্থ, চুপ কর।

লতিকা—কেন স্যার?

দাদু—মনের ভাব আর মুখের ভাষা যখন এক হয় না, তখন ভারী বেখাপ্পা শোনায়।

লতিকা—দাদু, তোমরা সব হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে নাকি? নাঃ, এ ঘরের আবহাওয়া ভাল লাগছে না। আজ চলি স্যার, কাল কিন্তু আপনার আমাদের ওখানে নিমন্ত্রণ; মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

প্রফেসর—কাল? না না, তা'ত হবে না। কাল যে আমার experimentএর দিন।

লতিকা—সে কি! মাত্র ক'দিনে···

প্রফেসর—হ্যাঁ, আমাকে পরিশ্রম করতে হবে বাস্থ। তোমরা আজ যাও।

লতিকা—আপনি বড় ক্লান্ত। চলুন স্যার, দাদু রয়েছেন; মাঠের মাঝ দিয়ে একটু ঘুরে আসবেন।

প্রফেসর—আমার সময় হবে না বাস্থ। আর একদিন···

লতিকা—কিন্তু কালকে?

প্রফেসর—রাত্রে ত পারব না। আয়োজন যদি দিনে হয়, তবে নিশ্চয় যাব।

দাদু—বেশ, তাই হবে; তোমার যদি সুবিধা হয় ভাই, দিনেই আয়োজন হবে। তাহলে আমরা চলি।

প্রফেসর—আচ্ছা।

(লতিকা ও মিঃ বাসু প্রস্থানোদ্যত হঠাৎ প্রফেসর সেন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন)

লতিকা—একি দাদু! স্যার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

দাদু—সেকি! ওরে কে আছিস্? জল…জল নিয়ে আয়।

(ততক্ষণে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া)

প্রফেসর—একি! না না সব ঠিক আছে।…আপনারা যান নি?

লতিকা—আপনার কি হয়েছে স্যার?

প্রফেসর—কই না! কই না! আর দেরী করো না বাসু, যাও। আমার ক্ষতি হচ্ছে। আমার কিছু হয় নি।

লতিকা—আপনি বড় দুর্বল; এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে…

প্রফেসর—না না, আমার কিছু হয়নি; দাদু, ওকে নিয়ে যান।

(একটি চাকরের জল লইয়া প্রবেশ)

জগা, তুই যা।

লতিকা—জগা, বাবুর কি হয়েছে রে?

জগা—কি আর হবে, দিদিমণি! তুমি ত জান, এই ঘরে ঢুকলে বাবু কালা হয়ে যায়। আজ দু'দিন বাবু কিছু খাননি, ঘুমোননি; কেবল বসে বসে কি বিড়বিড় করে বকছেন, আর ঐগুলো নিয়ে টানাটানি করছেন।

লতিকা—তুই যা জগা, আগে কিছু ফল আর এক কাপ গরম দুধ নিয়ে আয়।

প্রফেসর—তুমি যাওনা, বাসু। এখানে থেকে আমার কাজের ক্ষতি করবে!

লতিকা—না না, আপনি আগে কিছু খান; তারপর আমি যাব।

প্রফেসর—আঃ, কি করছ লতি! এই রে, তোমার নাম ধরে ফেলেছি বাসু, কিছু মনে করো না।

লতিকা—না না, আমি আপনার ছাত্রী ; ওতে মনে করবার কি আছে। কিন্তু যতই তাড়ান আমাকে, আগে আপনাকে কিছু খাওয়াব, তারপর নড়ব।

দাদু—ঠিক বলেছিস দিদি। এই আমিও বসলুম ; আগে কিছু খাও, তারপর—

সেন—কি পাগলামি করছ বাসু ; জান কত কাজ আমার। মিথ্যে সময় আমি ঢের নষ্ট করেছি, আর নয়।

লতিকা—কেন স্যার ?

সেন—সোণার বাংলা আজ দ্বিখণ্ডিত ; সেই খণ্ড দেহের ওপর চলেছে পশুর পৈশাচিক নর্তন। মহীয়সী নারীর অত্যাচারিত কঙ্কালে আজ দেশ ভরে গেছে।

লতিকা—তার জন্য নেতারা আছেন।

সেন—নেতা ! তথাকথিত নেতারা মানুষের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে নিজেদের আদর্শ অর্থাৎ স্বার্থের জন্য হানাহানি করেন আর বড়র কৃপা কুড়োবার জন্য ঘেয়ো কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করেন ; তারই ফলে গণদেবতাকে ভোগ করতে হয় অশেষ লাঞ্ছনা।

লতিকা—কিন্তু আপনাকে যে বাঁচতেই হবে স্যার। সেন্টিমেণ্টএর জন্য আপনাকে আমি মরতে দেব না। চলুন, ওঘরে চলুন ; আজকের জন্য আমি এখানে তালা দিয়ে যাব। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না।

সেন—তুমি কি বলছ, বাসু ?

লতিকা—বাসু নয়, লতি…চলুন।

দাদু—চল দাদা, চল। দিদি আমার বলে যা, করেও তা ; আবার যা করে, তা না বলেই করে। (হাস্য) (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অলকের বাড়ী—অলক, অলকের বাবা, মণিকা।]

বাবা—সর্বনাশ হয়ে যাবে, এত টাকা,—আমি কি করে প্রমাণ করব, আমি রোজগার করেছি ?

অলক—মিথ্যে তুমি ভাবছ বাবা। রাজত্ব যার হাতেই যাক্, টাকায় বশ হবে'না এমন লোক নেই।

বাবা—না রে না ; আজকাল কি যে হিড়িক উঠেছে। আমি গতর খাটিয়ে টাকা করলুম, পাঁচ বেটাবেটি এসে লুটে খাবে আর আমাকেই গালাগাল দিয়ে।

অলক—সে কথা থাক্ বাবা—চিনির কণ্ট্রোল যে এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবে তা কে জানত ? অনেক টাকা গেল ওখানে।

বাবা—কটা টাকাই বা গেছে……আর তাতে এমন বিশেষ ক্ষতিই বা হল কোথায় ?

অলক—কিন্তু বাবা, দুর্ভিক্ষ আবার আসছে। আমি দু'একজন এজেণ্ট ঠিক করে ফেলেছি। তুমি দেখ, যে টাকাটা চিনিতে দিলুম তার দশগুণ আদায় করব চালে।

(মণিকার প্রবেশ)

মণিকা—আবার চাল ষ্টক করবার মতলব করছ দাদা। যে অন্যায় তোমরা এর আগে করেছ তার সীমা নেই ; আবার ঐসব ! বাবা, টাকার তো তোমার অভাব নেই, তবে আবার কেন ?

অলক—তোমার কথায় আমরা হয়ত একাজ করলাম না, কিন্তু অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা' ত আর সাধু নয়। তারা এর মধ্যে চাল যোগাড়ে লেগে গেছে। এর ফলে হবে কি জান—যারা মরবার, তারা মরবেই ; মাঝ থেকে বিরাট একটা টাকা বাঙ্গলা থেকে বেরিয়ে যাবে।

মণিকা—না দাদা, এবার কংগ্রেসী মন্ত্রীরা বাধা দেবে।

অলক—তাঁদের তা সামর্থ্য নেই। তাঁরা পণ্ডিত, উদার, ন্যায়-পরায়ণ, কিন্তু দুর্বল। পাপীকে সাজা দেবার সৎসাহস তাঁদের হবে না। মিথ্যা গোলমালের ভয়ে আর 'জাতীয়তাবাদী' এই নাম হারাবার ভয়ে তাঁরা চুপ করে থাকবেন, আর মাঝে মাঝে চমকপ্রদ বিবৃতি দিয়ে কর্তব্য শেষ করবেন।

মণিকা—কিন্তু দাদা, কোথাও যাবার, মুখ দেখাবার উপায় আমার নেই।

অলক—তোর দুর্বলতা।

মণিকা—এই ভয়ে আমি বাংলা সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়েছি। যে বই দেখতে যাই ঐ এক কথা।

অলক—হ্যাঁ, বাবা! ভাল কথা, তুমি টাকার জন্য ভাবছিলে না? আমি একটা সিনেমা কোম্পানি খুলছি। তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

বাবা—সে কি! শেষে সিনেমা?

অলক—তুমি 'কিন্তু' হও না বাবা। দেখবে, আমি সব ম্যানেজ করে নেব।

মণিকা—কিন্তু দাদা……?

অলক—না রে, কোন 'কিন্তু' নয়। বাংলা দেশের বুকের ওপর দিয়ে কত অনাচার চলে যাচ্ছে, তা জানিস? আমার সিনেমা টাকার জন্য নয়, আমি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিতে চাই; তাদের সবকিছু বুঝিয়ে দিতে চাই, ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিতে চাই। হ্যাঁ, একটু অপেক্ষা করনা; এখুনি বাংলা দেশের বিখ্যাত পরিচালক তপতীকুমার আর শ্রেষ্ঠ চিত্রতারকা স্বপ্নারাণী আসছেন।

বাবা—আচ্ছা তোমরা বস, আমি উঠি।

মণিকা—কেন বাবা?

বাবা—আমাকে একটু কমিশনারের কাছে যেতে হবে।

অলক—এই খদ্দর পরে ? তিনি সাগরপারের লোক, না বাবা ?

বাবা—হ্যাঁ, পোষাকটা বদলে নিতে হবে।

মণিকা—আজ যে অসময়ে খদ্দর পরেছিলে ?

বাবা—আর বলিস কেন মা, একটু আগে বাংলা কংগ্রেস পার্টির সম্পাদক এসেছিলেন—তাঁর সামনে ত……

মণিকা—তিনি কেন বাবা ?

বাবা—দিল্লীতে যাব একবার। বাঙ্গলা দেশে এখনওত মন্ত্রী হবার সুযোগ আছে।—

অলক—হরিজন ফণ্ডে বেশ মোটা কিছু চাঁদা দিও বাবা।

বাবা—তা'ত দেবই। হ্যাঁ মা, তোর কিছু চাই মা ? তোর কথায় গ্রামে শ্মশানেশ্বর শিবের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি, এবার তোকে একটা আলাদা গাড়ী কিনে দেব।

মণিকা—না বাবা, আসামে বন্যায় হাজার হাজার লোক বড় কষ্টে পড়েছে ; তাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দাও বাবা।

বাবা—আর তোর…

মণিকা—বাবা, যুগ বদলে যাচ্ছে। এস বাবা, তোমার পোষাক বার করেদি। কিন্তু বাবা, আজ খদ্দর পরেই কমিশনারের কাছে যাওনা'—না'না, এস, আমি পোষাক দিচ্ছি।

(বাবা অলকের দিকে চাহিতে চাহিতে মণিকার পিছনে প্রস্থান করিলেন)

* (তপতীকুমার ও স্বপ্নারাণীর প্রবেশ)

[তপতী—পরণে ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবী বোতাম খোলা, চোখে কার বাঁধা চশমা ও মুখে পাইপ—স্বপ্না—চুড়িদার দোস্ত – খুব টাইট পাতলা বেনিয়ান একটা চঞ্চল ভাব, হাতে রিষ্টওয়াচ বার বার সময় দেখিতেছে]

অলক—আসুন, আসুন, স্বপ্নারাণী।

স্বপ্না—আপনি কাজের লোক অলকবাবু ; আপনাকে বাড়ীতে পাব, এ আমি আশা করিনি অলকবাবু।

অলক—সে কি কথা, আপনি আসবেন, আর আমি থাকবনা ; তারপর আজ এখানে আপনি আপনার নাচের একটা আর্ট দেখাবেন, কথাছিল।

তপতী—এ নাচ দেখলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন অলকবাবু। আনাপাব্‌লোভা, উদয়শঙ্কর, শুভেন্দুনারায়ণ যে নৃত্যকলা কল্পনা করতে পারেন নি, স্বপ্নারাণী সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন।

অলক—আপনি দেখেছেন, তপতীকুমার ?

স্বপ্না—বারে···উনিই ত দেখিয়ে দিয়েছেন।

তপতী—কি বল্লেন, অলকবাবু! আমি দেখেছি! না না, আমি দেখিনি ; অনুভব করেছি। সখি! কি পুছসি অনুভব মোয় ? —এ দেখবার নয় অলকবাবু, অনুভব করবার। মোহন মুরলী —শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলী, মুগ্ধা রাধা যে বাঁশীর সুরে প্রগল্‌ভা হয়েছেন, সেই বাঁশী করেছেন চুরি। ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ ; তা দেখে রাধার যে মনোভাব, আর···

(মণিকার প্রবেশ)

অলক—স্বপ্নারাণী—তপতীকুমার, আমার বোন। (নমস্কার)

তপতী—আপনার কথা অলকবাবুর মুখে এত শুনেছিলাম, যে চোখে দেখবার আগেই আপনি আমার সাথে পরিচিত হয়ে গেছেন। আপনার···

মণিকা—আপনি কি বলছিলেন তপতীবাবু ?

তপতী—হ্যাঁ, রাধার সেই মনোভাব আর আর্তআতুর অনাহারী কৃষাণনন্দিণীর যে মনোভাব—এ দুয়ের সংমিশ্রণে স্বপ্নারাণী যে স্বপ্নমধুর নৃত্য কল্পনা করেছেন, তা অনুভব করে সাম্প্রদায়িকতা মনোভাবাপন্ন, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-আতুর বাঙ্গালীর মনে আসবে মিলন-আনন্দ !

স্বপ্না—আমি ঠিক করেছি অলকবাবু ; আমার সম্প্রদায়কে নিয়ে রাশিয়ায় যাব। রাশিয়া ভিন্ন আর কেউ আমার নাচের আদর করবে না।

অলক—তা হবে না স্বপ্নারাণী, আমার নতুন বই উঠে গেল তবে আপনাকে ছাড়ব। কই, আপনার নাচটী একবার দেখান।

তপতী—তবে আগে আপনাদের কাছে এখনকার মত বিদায় চেয়ে নিই ; কারণ এ নাচ হবার পর অন্ততঃ কিছুক্ষণ আমার কথা কইবার সামর্থ থাকবে না। বিদায় মণিকাদেবী, আজকের মত বিদায়। পরে দেখা হবে। নাচুন স্বপ্নারাণী, নাচুন! বেদনাতুর বাঙ্গালীর দুঃখ যদি ঘোচাতে চান'ত, নাচুন, তবে বাংলায় নয়—ভারতে নয়—রাশিয়ায়।

[স্বপ্নার নৃত্য ও মোহগ্রস্থ ভাবে স্বপ্নার হাত ধরিয়া তপতীকুমার প্রস্থান করিল]

মণিকা—দাদা!

অলক—কি ?

মণিকা—তুমিও কথা কইবার শক্তি হারিয়ে ফেললে নাকি ?

অলক—তোরও হারিয়ে ফেলা উচিত। এই নাচ যখন আমার ছবির দর্শক দেখবে, তারা পাগল হয়ে যাবে।

মণিকা—এ কথা সত্যি ; আচ্ছা দাদা, বাঙ্গালীকে এই ভালোবাসার প্যানপ্যানানি, দেশপ্রেমের সস্তা বুলি কপচে আর ধর্ম্মের খেল দেখিয়ে পাগল করবার চেষ্টা ত সবাই করছে ; তুমিও তাতে যোগ দেবে ?

অলক—এর মূল্য তুই আজ বুঝবি না।

মণিকা—বুঝে দরকার নেই। যাক্ শোন, * আমি লক্তিকে একটু আগে ফোন করেছিলাম্। ও এতদিন জেলে থেকে ছাড়া পেয়েছে, এর মধ্যে একবারও এল না।

(তারকা চিহ্নিত অংশটী এমেচার ক্লাবে অভিনয়ের সময় বাদ দিতে পারা যায়)

অলক—তুমিই গেলে পারতে, এত যদি দরদ।

মণিকা—গেছলুম, দেখা হয় নি।

অলক—হ্যাঁ রে মিস্ বাসু, সাড়া দিলেন ?

মণিকা—মাসীমা ফোন ধরেছিলেন। লতি দাদুকে নিয়ে সকালবেলা বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কোথায় টো টো করে ঘুরছে। মাসীমাকে ফোন করে জানিয়েছে, আজ সকালে বাড়ীতে খাবেই না।

অলক—সে কি রে ?

মণিকা—বোধহয় প্রফেসর সেনের বাড়ীতে গেছে। ওঁর ব্যাপার সব শুনেছ দাদা ?

অলক—কে উনি ? ঐ সেন ! ওঁর ব্যাপার শোনবার জন্য আমার বয়ে গেছে।

মণিকা—হঠাৎ এত উষ্মা কেন দাদা ?

অলক—একটা অপদার্থ হামবাগ্ কোথাকার !

মণিকা—দাদা ! ওঁর আর সব কথা ভুলে গেলেও, উনিই যে তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে জেল খেটে ছিলেন, একথা ভুলো না।

অলক—আমি কি সে কথা বলেছি ? তুইত জানিস না, লতিকা প্রফেসর সেনকে…কিরকম ?

মণিকা—কি ?…ওঃ, ওখানেই তোমার আপত্তি !

(দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ)

মণিকা—কে আবার এল এই সময় ! (দরজা খুলিলে লতিকা প্রবেশ করিল) আরে লতি যে, তুই এ সময়ে !

লতিকা—এসে পড়ে অপরাধ করলাম নাকি ? বলিস’ত চলে যাই।

অলক—ও কথা বলছেন কেন, মিস্ বাসু ? আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য।

লতিকা—বাঃ, অলকবাবু ত বেশ সুন্দর কথা বল্‌তে শিখেছেন।

অলক—মনের ভাব বদলে ফেলেছি মিস্ রায়, কাজেই মুখের কথা বদলে যেতে বাধ্য।

লতিকা—কথাটার অনেক রকম মানে হয়; কোনটা ধরব?

অলক—আপনার যেটা খুসী; তারপর, কেমন আছেন?

লতিকা—দেখে কেমন মনে হচ্ছে?

অলক—খুব ভাল নয়।

লতিকা—তবে হয়ত সত্যি ভাল নয়; আর ভাল থাকবে কি করে? যা তেষ্টা পেয়েছে; মনি, এক গ্লাস জল খাওয়াবি ভাই?

মণিকা—দাঁড়া, আনছি।

অলক—শুধু জল কেন?

লতিকা—ওতেই হবে—যা'ভাই।

[মণিকার প্রস্থান

অলক—আমাদের এখানে বসে খাওয়া আপনি অপরাধ মনে করেন?

লতিকা—কারণ?

অলক—কারণ যুদ্ধের বাজারে গভর্ণমেণ্টের কনট্রাক্টর হয়ে কিছু টাকা রোজগার করেছি।

লতিকা—তাই নাকি। আমি'ত তা জানতুম না; জেলের মধ্যে ছিলুম কিনা! তবে খাব না, তার কারণ এ নয়, তার কারণ, কিছু আগেই প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে।

অলক—প্রফেসর সেনের বাড়ীতে নাকি?

লতিকা—গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর হয়ে সমস্ত গোপন ব্যাপারের দেখছি সঠিক সংবাদ রাখছেন আজকাল।

অলক—এটা গোপন ব্যাপার নাকি?

লতিকা—আমার ত তা ধারণা ছিল না; আপনার গলার স্বর দেখে

হঠাৎ তাই মনে হল। (মণিকার জল লইয়া প্রবেশ) এই যে মণিকা, জল দে দেখি; সবে একটু বসেছি, অমনি অলকবাবুর সাথে তর্ক, শুক্নো গলা আরও শুকিয়ে গেল।

অলক—কথা রেখে জল খান, গলাটা গেলে, দেশের সত্যি বড় ক্ষতি হবে।

লতিকা—(জল খাইয়া) এবং আপনার খুব আনন্দ হবে।

মণিকা—কতদিন পরে এলি, খালি কথা কাটাকাটি করবি।

লতিকা—সত্যি মণি, আজকের দিনটা খুব ভাল লাগছে; যা-তা কথা কইতে খুব ইচ্ছা করছে। জেলের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে থেকে এমন অবস্থা হয়েছিল···

অলক—ছাড়া পেয়ে আমাদের খবর দিলেন না যে?

লতিকা—কি এমন সরোজিনী নাইডু ছাড়া পেলেন, যে চারিদিকে খবর রটিয়ে বেড়াতে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি জানেন, ক'দিন মার কাছে কাছে ঘুরে বেড়িয়েছি—বড় ভাল লাগছিল; মাও ছাড়তে চাচ্ছিলেন না।

অলক—তাই নাকি!

লতিকা—কেন বিশ্বাস হল না!

মণিকা—তুই থাম্। জানিস লতি, আমরা দেশপ্রেমমূলক ছবি তোলবার ব্যবস্থা করছি।

লতিকা—তাই নাকি, ওঃ! তোরা'ত দেখছি একেবারে খাঁটি দেশসেবক হয়ে গেলি।

অলক—জেলে না গিয়েও দেশ সেবা করা যায়।

লতিকা—দেশসেবা করা যাক্ আর না যাক্, নিজের প্রফেসরকে জেলে পাঠান যায়।

মণিকা—(হাসি) ঠিক বলেছিস লতি; আমিও একটু আগে দাদাকে ঐ কথা বলছিলাম।

অলক—Great men think alike.

লতিকা—সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি!

অলক—তা থাকবে কি করে? একবার জেল'ত খেটে এসেছেন, সঙ্গে আবার প্রফেসর সেনও ছিল।

লতিকা—না অলকবাবু, সব রকম ঠাট্টা করুন, সহ্য করব; উত্তরও দেব। কিন্তু প্রফেসর সেনকে নিয়ে কোন কথা বলবেন না।

অলক—কারণ?

লতিকা—কারণ তিনি আমার এবং আপনার মত সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে।

অলক—সেই জন্যই সদাশয় গভর্ণমেণ্ট তাকে জেলে পুরতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লতিকা—অলকবাবু!

মণিকা—নীচতার একটা সীমা থাকে দাদা।

অলক—তোরা কিরে! একটা ঠাট্টা সহ্য করতে পারিস না।

মণিকা—তা বলে, প্রফেসর সেনের মত মানুষকে নিয়ে…

লতিকা—মণিকা, কাল আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রইল। দাদুর বড় ইচ্ছা। বোধহয় অনেকদিন পরে প্রফেসর সেনকে পেয়ে…

অলক—আর আমি বাদ পড়লুম!

লতিকা—না না, আপনি বাদ পড়বেন কেন; আপনিও যাবেন।

অলক—ধন্যবাদ।

লতিকা—সত্যি অলকবাবু, আপনার যাওয়া চাই কিন্তু। মণিকা, দাদাটিকে নিয়ে যাস্ ভাই! আমি তাহলে উঠি।

মণিকা—সেকি! এতদিন পরে এলি, এর মধ্যে উঠবি কি?

লতিকা—না ভাই উঠি, কোন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম। আর দেরী করলে মা দুঃখ করবে।

অলক—মাসীমা দুঃখ করবেন ?

লতিকা—হ্যাঁ অলকবাবু, মার রাগকে ভয় করিনা, কিন্তু মার দুঃখকে বড় ভয় করি। আচ্ছা চলি, কাল আসছেন কিন্তু সকাল ন'টার মধ্যে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লতিকাদের বাড়ী—দাদু,লতিকা ও সবিতা দেবী

সবিতা—বেলা ত ন'টা হল !

লতিকা—তোমার সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে মা ?

সবিতা—বন্দোবস্ত আবার কি ? মাত্র ত তিনজন লোকের নিমন্ত্রণ।

লতিকা—তবু—

দাদু—তবু মা, তুমি বুঝবে না। এ তিনজন বড় সহজ তিনজন নয়।

(নেপথ্যে—মা, মাছ এনেছি)

সবিতা—যাচ্ছি বাবা।

(সবিতার প্রস্থান)

লতিকা—কেন দাদু ? এ তিনজন সহজ তিনজন নয় কেন ?

দাদু—প্রফেসর আছে যে।

লতিকা—যাও দাদু, তুমি ভারী ইয়ে······

দাদু—আমি যাই হই. কিন্তু দিদি !···না থাক্······

লতিকা—থাকবে কেন ? বলই না।

দাদু—কি আর বলব বল। হ্যাঁরে, ভাল কথা, অলক ছোকরা নাকি আজকাল সিনেমা—ব্যবসায় নেমেছে ?

লতিকা—তাইত শুনলুম ; সে একেবারে বদলে গেছে।

দাদু—টাকার মজাই এই দিদি। তুই চলে যাবার পর একদিন সে

এসেছিল। আমরা কেমন আছি—এই সব জানতে ; যদি কোন প্রয়োজন থাকে তাকে জানাতেও বলেছিল।

লতিকা—তাই নাকি!

মণিকা—(উচ্চকণ্ঠে) লতিকা! লতি!

লতিকা—ঐ মণিকা এসেছে। দাদু, ওকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান—অলক ও মণিকার সহিত পুনঃ প্রবেশ]

লতিকা—আয় রে মণি, আসুন অলকবাবু!

অলক—দাদু কেমন আছেন?

দাদু—খুব ভাল আছিরে ভাই, সুখেই আছি। তোমার বাবা ভাল আছেন ত?

অলক—হ্যাঁ দাদু।

লতিকা—তুমি থাম দাদু ; আগে মণির একখানা গান শুনব।

মণিকা—দাঁড়া, সবে এলুম, একটু জিরিয়ে নি।

লতিকা—জিরুবি আবার কি? এসেছিস ত গাড়ীতে। নে নে সুরু কর। সত্যি বলছি মণি, জেলে যখন সব কিছু খারাপ লাগত, তোর গানের কথা ভাবতুম। কতদিন যে তোর গান শুনি নি।

অলক—কাল বললেন না কেন?

লতিকা—কাল বলবার যো ছিল কোথায় বলুন! কালকে আপনি ত একেবার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব।

অলক—তাই নাকি! কই আমি ত বুঝতে পারিনি।

দাদু—তোদের ঝগড়া থামা দিদি। ভাই, তোর গান সুরু কর। বিদ্যে শিখলেই ঐ দোষ হয় ; জোর করে ঝগড়া করবার সাহস হারিয়ে ফেলে। কেবল ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে······

মণিকা—(হাসি) ঠিক বলেছেন দাদু। এই লতি থাম্ ; আমি গান গাচ্ছি।

লতিকা—কই, গা।

[মণিকা লতিকাকে টানিয়া পিয়ানোর সামনে বসাইল]

মণিকার গান—

মম মন-মন্দির মাঝে
মধু-মন্দিরা বাজে,
রিণি-রিণি রিণি-রিণি মন্দিরা বাজে।

শুধু নিরালায় আপন মনে বিরহের গান গাওয়া,
শেষ হলো আজি ; সেথা বহিল সুখের হাওয়া ;
জীবনের যত বিধুরতা
সঙ্গীত হয়ে রাজে।

প্রণয়-দেবতা খেলিল খেলা
পাষাণের বুকে আঘাত হানি,
নয়নের জলে গাঁথিয়া মালা
কণ্ঠে তাহার পরানু আনি ;
রূপের প্রদীপখানি জ্বালায়ে ধীরে
সাজি অপরূপ সাজে।

যে কথা বলিতে চেয়েছিনু আমি
হয়নি'ক কভু বলা,
হৃদয় আমার খুলিল আজিকে
মিটিল সকল জ্বালা ;
মিলনের মাঝে বলিবার তৃষা
তেয়াগিনু সুখে সাজে।

প্রফেসর—Stop that unpleasant music ! কে ? ওঃ, মাপ করবেন, যাতা বলে ফেলেছি !

মণিকা—কে ? (দাঁড়াইল) আপনার ভাল লাগেনি বুঝি ? (বেদনাহত)

প্রফেসর—না, তবুও আপনাকে ও কথা বলা আমার অভদ্রতা হয়েছে। হয়নি লতি ?

লতিকা—আপনি বলুন।

মণিকা—যদি মাপ করেন, তবে জিজ্ঞাসা করব, কেন ভাল লাগেনি। সুর তাল……

প্রফেসর—সুর-তাল নয়—the idea…লক্ষ লক্ষ লোক যখন—থাক্ বুঝবেন না একথা।

মণিকা—আপনি বলুন !

প্রফেসর—থাক্, অপ্রিয় প্রসঙ্গ তোলায় কোন লাভ নেই ; আপনারও না, আমারও না।

অলক—ওকে 'আপনি' বলবেন না, ও আমার বোন !

প্রফেসর—কে অলক, ভাল আছ ?

অলক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রফেসর—তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। আমার কিছু নাইট্রো-গ্লিসারিন দরকার। আমি শুনেছি, তোমার তা আছে।

অলক—এ দিয়ে আপনার কি প্রয়োজন ?

প্রফেসর—প্রয়োজন আছে ; তুমি দিতে পার। দেবে ?

অলক—না, বে-আইনী কাজ করতে পারব না। আপনি আমার শিক্ষক, আপনার জন্যও আমি বে-আইনী কাজ করতে পারব না।

প্রফেসর—হাঃ হাঃ হাঃ।

দাদু—ও নিয়ে তুমি কি করবে সেন ?

প্রফেসর—এমন বিস্ফোরক তৈরী করব, যা দিয়ে স্বাধীনতার সূর্যালোককে যারা উচ্ছৃঙ্খলতার ঘন আঁধার দিয়ে ঢাকতে চাচ্ছে, তাদের সর্বনাশ করা যাবে।

দাদু—সেন, তুমি কি মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য হিংসাকে বরণ করতে চাও?

প্রফেসর—একে হিংসা বলবেন? বহুদিন বদ্ধ থেকে থেকে যখন একটু মুক্তির হাঁপ ছেড়েছি, তখন শয়তান হাড়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে বিষ। ভলকে ভলকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে; লোভাতুর লালসার তাড়নে তা লেহন করে করে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার দেহ দুর্বল আর বিষের তাড়নে জর্জ্জর হয়ে উঠ্‌ছে। আমি জোর করে নিজেকে ওই আঘাত থেকে রক্ষা করতে চাই। একি হিংসা!

দাদু—কিন্তু তুলতে গিয়ে সেই ছুরি আরও বিঁধে যাচ্ছে। সেই ছুরি অক্টোপাশ হয়ে আমার জননীকে এমন বাঁধনে বাঁধছে, যার যন্ত্রণায় মা আমার তিলে তিলে মরণের পথে এগিয়ে চলেছেন।

(প্রফেসর ও দাদু নীরব)

অলক—মিস্ বাসু! একবার এদিকে আসুন। আপনার সঙ্গে আমার একটু গোপন কথা আছে।

লতিকা—একটু পরে অলকবাবু; এঁদের আলোচনা ছেড়ে উঠে যেতে আমি পারছিনা।

অলক—ও সব পুরানো জানা কথা।

লতিকা—তবু শুনতে শুনতে রক্ত গরম হয়ে যায়।

অলক—বৃটিশ ত ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দিল; আর ওসব কথার মূল্য কি! আসুন, সত্যি বড় প্রয়োজন, পরে হয়ত সব নষ্ট হয়ে যাবে।

লতিকা—আচ্ছা, চলুন যাচ্ছি।

[প্রস্থান

দাদু—(ধীরে) সত্যি যদি কোনদিন পৃথিবীর মঙ্গল হয় তবে তা আস্‌বে ঐ অহিংসার পথ দিয়ে। ভারতের এই অহিংসানীতি অসমর্থন করবার মধ্যে পাশ্চাত্য-প্রবণতা ছাড়া আর কিছু নেই।

প্রফেসর—আপনার কথা সত্য। কিন্তু আজকে ভারতের দিকে চাইলে একথা স্বীকার করতে সাধারণ মানুষের মনে কোথায় যেন আঘাত লাগে।

দাদু—কিন্তু হিংসানীতি জাতির বুকে ভীষণ আঘাত হানবেই।

প্রফেসর—তাও সত্য, কিন্তু আঘাতের মধ্য দিয়েই আসবে জাতীয় চেতনা। নবলব্ধ স্বাধীনতাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করতে পারা যাবে না এই শোষণ-নীতি আর অহিংসার মধ্য দিয়ে। এ বিরোধকে বাড়িয়ে তোলে, জটিলতার সৃষ্টি করে। সত্যকারের অহিংসাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করতে হলে চাই শক্তি, আর তার জন্য চাই রক্ত-বিসর্জ্জন।

দাদু—তুমি কি বলতে চাও—আজকের অহিংসা মূল্যহীন? অহিংসা মূল্যহীন নয়। জাতীয় নেতা যার প্রচার করেছেন তা মূল্যহীন নয়। অহিংসা পরমোধর্ম।

প্রফেসর—কিন্তু অহিংসা-নীতি তাদের জন্য যারা শৃঙ্খলাবিহীন নয়, যারা বলবান। ভোগে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত হওয়ার সুবিধা যার আছে, সে যখন ত্যাগী হয়, সেই ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। তাই বুদ্ধদেব আজ ভগবান। যার পরাক্রমে শত্রু নতশির, তার অহিংসা-নীতি শ্রদ্ধেয়; কিন্তু হীনবীর্য্য জাতির অহিংসা মনোবৃত্তি দুর্বলের আত্মপ্রতারণা।

দাদু—না না, প্রফেসর।

প্রফেসর—হ্যাঁ, আজ দেশে দুঃখের অন্ত নেই, নারীর মর্য্যাদা রক্ষা হয়না, শিশু বৃদ্ধের দিকে কেউ তাকায় না। যুগের রাজনীতি জাতীয়তাবাদের মনকে চোখ-ঠারাণ বুলি দিয়ে অত্যাচারিত ভারতবাসীকে তৃপ্ত রাখতে চায়। কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ অর্ধখণ্ডিত রক্তঝরা বাংলার তথা ভারতের মঙ্গলের জন্য চাই রক্ত—বলিদান।

দাদু—কিন্তু দেখ, যারা একদিন এই নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে মানুষকে করেছে আঘাত, তাদের সেই পশুবৃত্তি যেন নিরুদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে অর্দ্ধলগ্ন ফকিরের পায়ের তলায়।

প্রফেসর—অর্দ্ধলগ্ন ফকিরকে আমি প্রণাম করি; তাঁকে অপমান করবার দুঃসাহস যেন আমার কোনদিন না আসে, বৃটিশ হয়ত চলে যাবার অভিনয় করল, হয়ত সত্যি গেল; কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের এমন শেষ মরণ কামড় সে দিয়ে গেল, যার জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল আপামর জনসাধারণ। পৃথিবীর স্বার্থান্ধ রাজনীতি আজ ভারতের অনুকূলে, তাই চতুর শাসকের এ এক নোতুন চাতুরী। অখণ্ড ভারত—যে অখণ্ড ভারত নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের উদার মহাপ্রাণ নেতারা আত্ম-গৌরব বোধ করতেন, তা আর রইল না।

দাদু—না না প্রফেসর, তোমরা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান। তোমরা প্রত্যেক কথার এমন কদর্থ করো না।

প্রফেসর—আঘাতে আঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়ে জাতির বুদ্ধি আজ বিকৃত। শোভন চিন্তা করতে সে ভুলে গেছে। যে বাঙ্গালী ভারতের স্বাধীনতার নবজাগরণ এনে দিলে, তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ভণ্ড দেশনেতার সাহায্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছাড়িয়ে দিয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী শাসক—বিষ জর্জরিত বাঙ্গালী আজ মৃত্যু-পথের যাত্রী। যারা বাংলার অন্নজলে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ; আজ তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবাঙ্গালীর বুকে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে তার মৃত্যুকে আরও কাছে টেনে আনছে।

(হঠাৎ বেগে লতিকার প্রবেশ—পিছনে অলকের প্রবেশ)

অলক—লতি !

লতিকা—না না, এ হতে পারে না।

অলক—লতিকা !

লতিকা—আমায় মাপ করুন অলকবাবু, এ হতে পারে না।

(বেগে প্রস্থান)

দাদু—লতি ! দিদি !

(পিছনে পিছনে হাতড়াইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যোগ ও মণিকার সাহায্যে প্রস্থান)

প্রফেসর—কি হল, অলক ?

অলক—আপনার শুনে প্রয়োজন নেই স্যার।

প্রফেসর—তুমি লতিকাকে বিয়ে করতে চাও !

অলক—হ্যাঁ।

প্রফেসর—এবং সে রাজী নয় !

অলক—হ্যাঁ, এবং সে জন্য আপনি···

প্রফেসর—চুপ কর। অপ্রয়োজনীয় কথা আমি সহ্য করতে পারি না। শোন, তুমি লতিকাকে বিবাহ করতে পারবে না।

অলক—আমার অপরাধ !

প্রফেসর—ভদ্র হয়ে কথা কও অলক, দেশে আজ বিপ্লব—অশান্তি। বিবাহ করে আনন্দ করবার সময় আজ নয়। সন্তান-উৎপাদন করাটাই একমাত্র কাজ নয় আজকের যুগে। তার জন্যে অনেক লোক রয়েছে। সমাজের সেই যূপকাষ্ঠে অন্ততঃ তোমরা মাথা গলিও না।

অলক—লতিকাকে আমি ভালবাসি ; তাকে বিয়ে করলে, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে কেন ?

প্রফেসর—কিন্তু সে যে তোমায় ভালবাসে না। তাকে মুক্তি দিয়ে তোমায় ভালবাসার যোগ্য প্রতিদান দাও।

অলক—না না, তা হতে পারে না। লতিকাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। আমি তাকে চাই।

প্রফেসর—না অলক, প্রেম নিয়ে ছেলেমানুষীর সময় এ নয়। মানুষ চিরদিন মানুষকে ভালবাসে। নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ চিরদিন থাকবে। কিন্তু মানুষ যখন মানুষের অস্তিত্বকে লোপ করবার জন্য তার ধমনী থেকে রাজনীতির সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে নেয়, তখন ঐ আকর্ষণ নিয়ে প্রদর্শনী করবার সময় নয়। keep it off, my boy ; keep it off.

অলক—চুপ করুন ; আমি জানি, কেন লতিকা আমায় চায় না। আপনি আমার একমাত্র প্রতিবন্ধক।

প্রফেসর—অলক, তুমি পাগল। আমি তোমার শিক্ষক ; তবু তোমায় শপথ করে বল্‌ছি, আমি কোনদিন বিবাহ করব না। আমার অনেক—অনেক কাজ আছে। সেন্টিমেণ্ট নিয়ে খেলা করবার সময় আমার নেই।

অলক—মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। আমি জানি, শুধু আপনার জন্য লতিকা···

প্রফেসর—Stop talking nonsense.

অলক—আমি জানি, মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করবার জন্য গোপনে আপনি রিসার্চ করছেন। পুলিশ একথা জানে না,···

প্রফেসর—And you are taking that charge to inform the police of the secret matter. বেশ তোমার যা খুসী, তাই করতে পার।

(মণিকা বেগে প্রবেশ করিল)

মণিকা—দাদা, কি করছ ; সব কিছুর একটা সীমা আছে। লতিকা তোমায় বিয়ে করবে না, তুমি ওঁকে অপমান করছ কেন ?

অলক—ওকে আমি পুলিসে দেব।

প্রফেসর—তাই দিও অলক ; এতে যদি তোমার শান্তি হয়, তাই

দিও! পুলিসের ভয় পায় তারা, যারা তস্কর, যারা বঞ্চক, যারা রাতের আঁধারে আপনার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মাতৃভূমির মুক্তি সাধক যারা—মাতৃভূমির মঙ্গল যাদের কাম্য, কোন কারাগার কোনদিন তাদের ভয় দেখাতে পারে না। তাঁরা/মুক্ত—চিরমুক্ত। তারা স্বপ্ন দেখে—দেশ জননীর বেদনা জর্জ্জর মূর্ত্তি; তারা উন্মাদ হয়ে যায়।

(বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রফেসর সেনের বাড়ী—ল্যাবরেটারীর সম্মুখস্থ কক্ষ, পিছনে জানালা দিয়া ল্যাবরেটারীর একাংশ দেখা যাইতেছে। প্রফেসর ল্যাবরেটারীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—কাঁচের জান্‌লায় তাঁহার ছায়া পড়িতেছে ও জুতার শব্দ শোনা যাইতেছে।

(জগা খাবারের থালা সামনে করিয়া বসিয়া আছে, একটু পরে উঠিয়া ডাকিল)

জগা—বাবু!

(সাড়া নেই)। বাবু! (সাড়া নেই)। বাবু!

প্রফেসর—(ভিতর হইতে) কে?

জগা—আমি জগা, আজ তিনদিন আপনি কিছু খাননি।

(জানালা খুলিয়া)

প্রফেসর—যাও, চলে যাও; আমায় বিরক্ত করো না। পৃথিবীকে শাসন করতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদীর বিষদাঁত আমি ভেঙ্গে দেবই…

(চতুর্দিক নীরব—প্রফেসর পূর্ববৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—শুধু জুতার শব্দ)

(একটা পাইপ হইতে ধোঁয়া বাহির হইল ও হঠাৎ বিরাট এক শব্দ)

প্রফেসর—that's right. না না, শুধু শব্দে হবে না; বিস্ফোরণের শক্তি চাই।…(নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন)

জগা—বাবু !

প্রফেসর—চুপ কর ! (জানালা পুনরায় বন্ধ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন)

(ধীরে ধীরে লতিকা ও মণিকা প্রবেশ করিল)

লতিকা—জগা !

জগা—কে, দিদিমণি এসেছেন ? ভালই হয়েছে। এই তিনদিন যে কোথায় ছিলেন আপনি, বাবু কুটিটুকুও দাঁতে কাটেন নি।

লতিকা—কেন ?

জগা—ঐঘরে ঢুকেছেন।

লতিকা—দেখ্ছি, তুমিও কদিন খাওনি, ঘুমোওনি !

জগা—কি করে খাব বলুন, দিদিমণি ? অমন মনিব, পুলি-পোলাও হবার কথা ছিল আমার, মিথ্যে খুনের দায়ে। আপনি ত জানেন দিদিমণি, বাবুই আমায় বাঁচিয়েছেন। তাঁকে ফেলে, আমি কেমন করে খাব দিদিমণি ?

লতিকা—আচ্ছা, আমি তাঁকে খাওয়াচ্ছি। তুমি খেতে যাও ; একটু বিশ্রাম কর।

জগা—আমি যাচ্ছি দিদিমণি, আগে উনি খান।

লতিকা—তোমার কোন ভাবনা নেই, তুমি যাও।

(জগা নতমস্তকে প্রস্থান করিল)

লতিকা—দেখ্ মণি দেখ্, মানুষ না দেবতা না পাষাণ, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

(হঠাৎ শব্দ হইল—মণিকা চমকাইয়া উঠিল)

লতিকা—ভয় পাস্নি মণি। মাটী থেকে নাইট্রেট এক্সট্রাক্ট তৈরী করবার জন্য উনি রিসার্চ করছেন।

মণিকা—একটা যেন ভৌতিক আবহাওয়া ; চারিদিক কেমন থম্থমে

...তারপর ঐ ছায়া—মনে হয়, আমরা যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি।

লতিকা—সত্যি মণি, যখন এই ল্যাবরেটারীতে ঢুকি, তখন মনে হয়, এ যেন এ পৃথিবীর বাইরে।

মণিকা—কিন্তু উনি কদিন খান্‌নি ; আগে ওঁকে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা কর্।

লতিকা—চেষ্টা করতেই হবে ; কিন্তু ভয় হয় মনে, উনি যদি আমায় তাড়িয়ে দেন।

মণিকা—দূর পাগল !

(হঠাৎ শব্দ হইল—মণিকা চমকাইয়া উঠিল)

লতিকা—ভয় পাস্‌নি মণি—মাটী থেকে নাইট্রেট এক্সট্রাক্ট তৈরী করবার জন্য উনি রিসার্চ করছেন।

মণিকা—একটা যেন ভৌতিক আবহাওয়া, চারিদিক কেমন থম্‌থমে ...তারপর ঐ ছায়া—মনে হয়, আমরা যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি।

লতিকা—সত্যি মণি, যখন এই ল্যাবরেটারীতে ঢুকি, তখন মনে হয়, এ যেন এ পৃথিবীর বাইরে।

মণিকা—কিন্তু উনি কদিন খান্ নি ; আগে ওঁকে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা কর্।

লতিকা—চেষ্টা করতেই হবে ; কিন্তু ভয় হয় মণি, উনি যদি আমায় তাড়িয়ে দেন।

মণিকা—দূর পাগল !

লতিকা—না রে না, ওঁরা সব পারেন। সাধারণ ভদ্রতা বোধ ওঁদের নেই, তাই ওঁরা এত উঁচুতে। এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগই ওঁদের হয়নি কোনদিন।

মণিকা—আমার এ আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না, ওঁকে ডাক্।

লতিকা—স্যার! (প্রফেসর নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন)। স্যার! (নীরবে ঘুরিতেছেন)। স্যার! (থামিলেন)। স্যার!

প্রফেসর—কে? বার বার বারণ করে দিয়েছি জগা, আমায় ডাকিস নি; তবু তুই…

লতিকা—আমি জগা নই স্যার, আমি লতিকা!

প্রফেসর—(জান্‌লা খুলিয়া) কে লতি? না না, তুমি চলে যাও (মণিকাকে) তুমি ওকে নিয়ে যাও ভাই!

লতিকা—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন স্যার?

প্রফেসর—না না, আমি কাজ করছি। আমাকে কাজ থেকে সরিয়ে দেবার শক্তি তোমার আছে! আমি সাফল্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি।

লতিকা—আপনি তিনদিন কিছু খাননি। আপনি দুর্বল; দুর্বল শরীরে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে experiment আপনি সহ্য করতে পারবেন না। এ উত্তেজনা সহ্য করবার শক্তি আপনার নেই।

প্রফেসর—তুমি বাড়ী যাও লতিকা। দেহের শক্তি আমার নেই; কিন্তু মনের শক্তি আছে অটুট।

লতিকা—ও আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আগে খেয়ে নিন।

প্রফেসর—বাস্, আমায় বিরক্ত করো না। অলকের কাছে যাও, সে তোমায়…

লতিকা—স্যার… !

(নীরব—একটু পরে)

প্রফেসর—কেন তুমি এখানে আস?—বার বার বলেছি, সেন্টিমেণ্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তুমি যাও।

(জানালা বন্ধ করিয়া দিল)

(লতিকা টেবিলে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল)

মণিকা—চলে আয় লতি ;—এ উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের পিছনে ছুটে কোন লাভ হবে না ভাই।

লতিকা—তুই চলে যা মণি।

(প্রফেসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন)

মণিকা—তোকে এ অবস্থায় রেখে আমি চলে যাব ?

লতিকা—তুই চলে যা মণি।

মণিকা—তোরা সবাই আমায় ভুল বুঝলি ! প্রফেসর সেনও আমার গান শুনে ভুল বুঝলেন !

লতিকা—(চমক) সে কথাও তুই মনে রেখেছিস্ ?

মণিকা—একি ভুলে যাবার মত কথা ?

লতিকা—(একদৃষ্টে চাহিয়া) মণি, এ তুই কি করেছিস ? তুই বড়লোকের মেয়ে, তোর রূপ আছে ; এখানে দাঁড়িয়ে শুধু যন্ত্রণা-ভোগ ছাড়া আর কিছু নেইরে ভাই।

মণিকা—পতঙ্গ অগুণের দিকে ছুটে যায়, মারাও যায়, তাতেই তার আনন্দ ; আর টাকার কথা বললি······

(ম্লান হাসি হাসিয়া মণিকা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল)

লতিকা—(নীরবে বসিয়া আছে) কোন মেয়ের এমন সাধ্য নেই, যে তোমায় উপেক্ষা করে চলে যায়।

(একটি পাইপ হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হইতেছে—হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল)

প্রফেসর—পেয়েছি, পেয়েছি,—আমি পেয়েছি। জগা ! জগা !

(দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন—হঠাৎ লতিকাকে দেখিয়া) একি লতি ! তুমি এখনও বসে আছ ? আমি পেয়েছি লতি ; এমন শক্তি

আবিষ্কার করেছি, যার বলে আজ আমি সারা পৃথিবীর মধ্যে আন্‌ব ধ্বংসের মাতন। লতি!

লতিকা—(নীরব)

প্রফেসর—তুমি চুপ করে আছ কেন লতি ?

লতিকা—আপনি ছিলেন সুন্দর, শাশ্বত জীবনের উপাসক ;—আর আজ……

প্রফেসর—বলোনা লতি, বলোনা……(নীরব—একটু পরে)

চারিদিকে উঠেছিল শক্ত পাথরের দেওয়াল। একটা সুন্দর পরীক্ষাগার, যেখানে চলত নীরোগ সুস্থ মানুষের জীবন সাধনা। জানলা দিয়ে দেখা যেত নীল আকাশ আর সবুজ বনানী—তারপর হঠাৎ সব বদলে গেল। কালবৈশাখীর রুদ্রমাতনে সব ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গেল।

লতিকা—(নীরব)

প্রফেসর—আমি বৈজ্ঞানিক, এ কাব্য আমার শোভা পায় না। লতি! আমি আবিষ্কার করেছি এমন শক্তি, যার ভয়ে অত্যাচারী তার অত্যাচার বন্ধ করতে বাধ্য হবে। তুমি যাও, দাদুকে ডেকে আন ; আমি এখুনি experiment করব।

লতিকা—আপনি কিছু খাননি……

প্রফেসর—তুমি বিজ্ঞানের উপাসিকা। তোমাকেও বোঝাতে হবে, বৈজ্ঞানিক যখন তার চরম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, তখন ক্ষিধে তেষ্টা তার কিছুই থাকে না। যাও, যাও, তাড়াতাড়ি কর। সময় নেই এতটুকু ; আরও দু একটা কাজ বাকী আছে।

লতিকা—স্যার! আপনি বড় চঞ্চল হয়ে পড়েছেন।

প্রফেসর—কিন্তু মস্তিস্ক আমার স্থির, শান্ত……

(লতিকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল)

প্রফেসর—(ঘুরিতে ঘুরিতে)—না না, সব ঠিক আছে। (বাইরে শব্দ) …কে ?

বাইরে—দরজা খুলুন, প্রফেসর সেন !

(সন্দেহ)—না না, (ছুটিয়া ল্যাবরেটারীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন—সংগে সংগে ল্যাবরেটারীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল)

[পুলিশ অফিসারের বেগে প্রবেশ]

(হঠাৎ সেই পাইপ হইতে প্রচুর ধোঁয়া বাহির হইয়া প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইল। পুলিশগণ চমকাইয়া উঠিল)

প্রফেসর—(জানালা খুলিয়া) যাও, সব চলে যাও ; তা নাহলে বিষাক্ত বাষ্প আমি ছেড়ে দেব। যাও, চলে যাও।

অফিসার—না, দরজা খুলুন আপনি। আপনার নামে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা আছে।

প্রফেসর—না, আমি কাজ করছি। আর মাত্র দুটি ঘণ্টা কাজ করতে পারলে আমার সিদ্ধি হবে। যাও, তোমরা চলে যাও।

[চলিয়া গেলেন

অফিসার—দরজা খুলুন, প্রফেসর সেন ; তা নাহলে দরজা আমরা ভেঙ্গে ফেলব।

প্রফেসর—(জানালায় আসিয়া) আমার শক্তি দিয়ে আমি নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করব। তোমরা আমায় মুক্তি দাও। যে শয়তানের দল মানুষের জীবন করেছে বিপন্ন, আমি তাদের ক্ষমা করতে পারব না। সর্পদষ্ট আঙ্গুলের মত জাতির দেহ থেকে আমি তাদের উপড়ে ফেলব।

অফিসার—দরজা খুলুন, তা না'হলে দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

প্রফেসর—পারবে না। এমন ভাবে দরজা তৈরী করেছি, যত বড়

মিস্ত্রী আসুক, একে ভাঙ্গতে খাঁটি দুঘণ্টা লাগবে ; তার মধ্যে আমার আবিষ্কার সম্পূর্ণ হয়ে যাবে !

[জান্‌লা হইতে চলিয়া গেলেন।

(দরজায় ধাক্কা। চতুর্দিকে ভীষণ শব্দ—সেই পাইপের মুখে আগুন বাহির হইতে লাগিল)

(ছুটিয়া জানালার কাছে আসিয়া)

প্রফেসর—পালিয়ে যাও, আমাকে বিরক্ত করো না ; কাজ করতে দাও।

পুলিশ—দরজা খুলুন, তা না হলে গুলি করব।

প্রফেসর -না, না, গুলি করো না, ঘরের মধ্যে এমন বিষাক্ত বাষ্প আছে, যা এক মুহূর্তে তোমাদের সবাইকে খুন করে দেবে। গুলি করো না, আহাম্মকের দল। (চলিয়া গেলেন)

পুলিশ—দরজা খুলুন···(ধাক্কা)

প্রফেসর—না না, এভাবে কাজ করা যায় না।

পুলিশ—দরজা খুলুন !

প্রফেসর—হাঃ হাঃ হাঃ ('দুম' করিয়া শব্দ)

পুলিশ—দরজা খুলুন ! (হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—প্রফেসর বিকট আর্তনাদ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন)

প্রফেসর—পালাও, পালাও সব ; এই মুহূর্তে এই বাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (প্রফেসর পড়িয়া গেল ও পুলিশদল বেগে পলায়ন করিল)

সেন—(পাগলের মত হাসিতেছেন। ভিতরে বিকট শব্দ) ঐ ঘর ভেঙ্গে পড়ছে। আঃ আঃ আঃ ! (পতন ও মৃত্যু)

(দু একটী দেওয়াল ভাঙ্গার শব্দ। ক্রমে সমস্ত নিস্তব ! ঘর অন্ধকার, প্রফেসরের মৃত্যু—কাতর মুখে গাঢ় রক্তবর্ণের আলোক সঞ্চারিত)

(দাদুর হাত ধরিয়া লতিকার প্রবেশ)

দাদু—সেন ! সেন !

লতিকা—একি !

দাদু—কি হল দিদি ?

লতিকা—(সেনের কাছে গিয়া)—দাদু !

দাদু—কি হল দিদি ! (নীরব) ওরে, আমি অন্ধ ; আমায় বল্, কি হল ? দিদি ! দিদি !

লতিকা—দাদু, ও আর নেই…

দাদু—অ্যাঁ, প্রফেসর নেই ! কই, কোথায়, কোথায় !

(যাইতে যাইতে পড়িয়া গেলেন—লতিকা বসিয়া আছে—সেনের মাথার ধারে)

দাদু—(উঠিয়া) সেন ! সেন ! ভাই ! ভাই ! হায় হতভাগিনী, অত্যাচারে ভরা এই স্বার্থান্ধ দুনিয়াকে সহ্য করতে না পেরে ও চলে গেল ।

লতিকা—দাদু ! ও চলে গেল ? (ছুটিয়া আসিয়া সেনের বুকে পতন) দাদু !…

দাদু—(একটু থামিয়া)—যাবে না ভাই, যাবে না ! ওরা যে যেতে পারে না । শতকোটী কণ্ঠের কাতর প্রার্থনা ওদের জন্য ভগবানের পায়ে মাথা লুটিয়ে কাঁদছে । ওরে, ভগবান দয়াময় ! এ প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না ; ওরা আস্‌বে, আবার আস্‌বে, আবার আস্‌বে…

যবনিকা